NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এতো কান্না লুকিয়ে ছিল!

এক নবীন চিত্রপরিচালক পরিচয় গুপ্তের কথা ৮

কলকাতা ১১ এপ্রিল ২০২৫ ২৮ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.4.2025, Vol.18, Issue No. 299 8 Pages, Price 3.00

চাকরিহারার পেটে পুলিশের লাথি, ডিসি এসএসডি-কে তদন্তের নির্দেশ সিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা ডিআই অফিসে আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষককে লাথি মারার বিষয়ে ডিসি এসএসডি-কে পৃথকভাবে তদন্তের নির্দেশ দিলেন সিপি মনোজ ভর্মা। সূত্রের খবর, কার নির্দেশে, কোন অফিসার কেন লাথি মারলেন, তা সবিস্তারে জানতে চেয়েছেন সিপি।

চাকরিহারাদের ডিআই অফিসান অভিযান ঘিরে বুধবার তপ্ত হয় রাজপথ। চাকরিহারাদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেই ছবি। কিন্তু সব থেকে ভয়ঙ্কর ছবি ধরা পড়ে, এক পুলিশকর্মী এক চাকরিহারার পেটে লাথি মারছেন।

প্রথম থেকেই পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছিল, চাকরিহারারাই প্রথমে আক্রমণ করেছেন, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, তাতেই লাঠিচার্জ। বুধবারই সিপি বলেন, 'পুলিশের উপর প্রথম চড়াও হয়েছে। চার জন পুলিশ কর্মী জখম হয়েছেন। দু'জন মহিলা পুলিশ কর্মীও জখম হয়েছেন। আমাদের কাছে সেইসব ভিডিয়ো ফুটেজ রয়েছে।' লাঠিচার্জ প্রসঙ্গে সিপি-র বক্তব্য, 'পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করা হয়েছে।' কিন্তু পেটে লাথি মারা কখনই কাম্য নয়, উচিত হয়নি বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। তখনই বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

পুলিশ কি এভাবে লাথি মারতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে মনোজ পন্থ বলেন, 'ঠিক হয়নি। কিন্তু তারপরও সব ফুটেজ দেখা হচ্ছে। আমরা ওখানে থাকা পুলিশ আধিকারিকের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছি। একটা ছবি দেখানো হচ্ছে। বাকি অংশ দেখানো হচ্ছে না। সব ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে।' এবার তিনি এই বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিলেন।

চাকরি ফেরাতে অনশন

তপ্ত এসএসসি চত্বর

নাগরিক সমাজকে পাশে থাকার আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি দপ্তরের সামনে অনশনে বসলেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে শুরু হয়েছে অনশন। জানানো হয়েছে, ২০১৬-র এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নামের তালিকা প্রকাশের দাবিতেই এই সিদ্ধান্ত। সঙ্গে পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদও তাঁদের কর্মসূচিতে রয়েছে। নাগরিক সমাজকে তাঁদের আন্দোলনের পাশে থাকার আর্জি জানিয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, অনশনে প্রথম বসেছেন সারডাঙা হাইস্কুলের শিক্ষক পঙ্কজ রায়।

এসএসসি দপ্তরের সামনে বুধবার থেকেই অবস্থানে বসেছিলেন চাকরিহারা শিক্ষকদের কয়েক জন। এ বার তাঁদের মধ্যে থেকেই চার জন অনশনে বসতে চলেছেন। সাংবাদিক বৈঠক করে তাঁরা জানিয়েছেন, যত ক্ষণ না যোগ্যদের তালিকা এবং ওএমআরের মিরর ইমেজ প্রকাশ হবে, তত ক্ষণ পর্যন্ত নড়বেন না তাঁরা। সাংবাদিক বৈঠকে 'এসএসসি ২০১৬ প্যানেলের বৈধ চাকরিহারা সমাজ' মঞ্চের তরফে সুমন বিশ্বাস বলেন, 'চেয়ারম্যান বলেছেন যোগ্যদের চালিকা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু কবে হবে বলেননি। রাজ্য সরকার এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন যদি সত্যিই যোগ্যদের চাকরি বাঁচাতে চান, তা হলে এটা প্রকাশ করতে সময় লাগার কথা নয়, কারণ মিরর ইমেজ অনলাইনে রয়েছে।' এর পরেই তাঁরা জানান, বুধবার রাতভর শান্তিপূর্ণ অবস্থান করেছিলেন তাঁদের একাংশ।

অথচ অভিযোগ, তাঁদের ত্রিপল বিছানোরও অনুমতি দেয়নি পুলিশ-প্রশাসন। তাই এ বার রোদবৃষ্টি মাথায় নিয়েই অনশনে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

বুধবার সকাল থেকে চাকরি ফেরানোর দাবিতে জেলায় জেলায় স্কুল শিক্ষা পরিদর্শক (ডিআই)-এর দপ্তর অভিযান করেছিলেন চাকরিহারাদের একাংশ। তার মাঝেই কসবায় বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজপথে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। বেলা ১২টা নাগাদ শিয়ালদহ থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল হয় রানি রাসমণি পর্যন্ত। এ ছাড়া, শুক্রবার এসএসসি অভিযানেরও ডাক দেন চাকরিহারারা। এ বিষয়ে সুমন বলেন, 'আমরা আগেও বলেছি, আত্মত্যাগের জন্য আমরা প্রস্তুত। তাই আমরা লাগাতার অনশন শুরু করতে চলেছি। আপনারা আসুন, সহযোগিতা করুন।"

সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এসএসসি ভবনের সামনের চত্বর। অবস্থান, স্লোগান, পোস্টারে ভরে ওঠে এলাকা। পাশে এসে দাঁড়ান বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা, যোগ দেন বিজেপির একাধিক নেতাও। অনশনে বসে পঙ্কজবাবু বলেন, 'চাকরিটা তো বাঁচাতে হবে। চাকরি না থাকলে বাঁচার মানে কী? বাড়িতে ছোট বাচ্চা, বৃদ্ধ মা-বাবা;তাঁদের মুখে কীভাবে খাবার তুলে দেব? যোগ্যরা যদি অযোগ্যদের সঙ্গে এক প্যানেলে থাকেন, তার দায় তো আমাদের নয়! দেশে এত তদন্তকারী সংস্থা থাকতে কেন যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা যাবে না?'

অনশনকারীদের পাশে এসে দাঁড়ান বহু সহকর্মী। চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়াতে এদিন এসেছিলেন লোকসভার বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ এবং রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। ছিলেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডলও। তাঁর কথায়, 'যদি চেয়ারম্যান ইচ্ছা করেন, আজও যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা সম্ভব। কী চাপে উনি পিছু হটছেন, জানি না। কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ যেমন করেছিলেন সিদ্ধার্থ মজুমদার, তেমন ভাবেই ফের নিয়োগ শুরু করা যেত।'

আন্দোলনকারীদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যাঁদের চাকরি খারিজ হয়েছে, তাঁদের অনেকেই ছিলেন প্রকৃত যোগ্য। তাঁদের তালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়ে তাঁরা বলেন, 'বিচার চাই, পুনর্বহাল চাই। আমরা আদালতের বিরোধিতা করছি না। বরং চাই, তদন্ত করে প্রকৃত যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক।'

অনশনমঞ্চে আপাতত আন্দোলন শান্তিপূর্ণ। তবে আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি;দাবি না মানলে আরও বড় পদক্ষেপ করা হবে। এদিকে, রাজ্য প্রশাসনের তরফে এই প্রতিবাদ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

জোড়া প্রতিবাদ-মিছিলে অবরুদ্ধ শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন অন্যদিকে ওয়াকফ ইস্যুকে ঘিরে প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সরগরম ছিল শহর কলকাতা। একাধিক মিছিল ও কর্মসূচির জেরে উত্তর, পূর্ব ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যানজটে আটকে নাজেহাল হন আমজনতা। সংশোধিত ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে এদিন মৌলালির রামলীলা ময়দানে বিক্ষোভ সমাবেশ করে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ। সেই কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই মৌলালী চত্বরে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত ঘিরে এলাকায় যানজট ছড়ায়। এরই মধ্যে পূর্ব ঘোষণা মত চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগঠন শিয়ালদহ থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মহামিছিল শুরু করে। যার জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যানজট আরও তীব্রতর হয়।

চাকরি বাতিল নিয়ে মন্তব্য

মমতাকে আদালত অবমাননার নোটিস

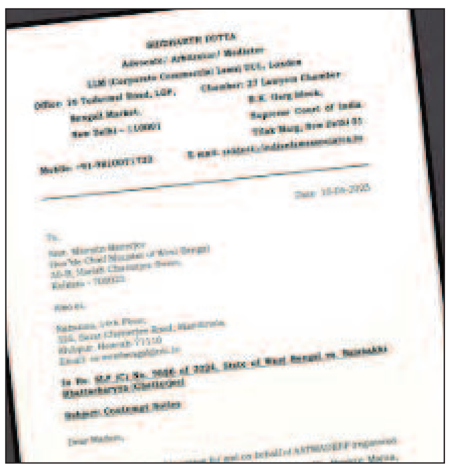

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৬ হাজার অবৈধ নিয়োগ বাতিলের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করা হবে না;প্রকাশ্য মঞ্চে এই ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'আদালতের মর্যাদাকে লঙ্ঘন' করেছেন। এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে তাঁকে আইনি নোটিস পাঠালেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সিদ্ধার্থ দত্ত। দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুধু অসাংবিধানিক নয়, সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অবজ্ঞার শামিল। আর তা সংশোধন না করলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হবে।

সুপ্রিম-রায়ের পাঁচ দিন পর, ৮ এপ্রিল একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কে কার চাকরি কাড়বে? কেউ পারে না। আমাদের প্ল্যান এ রেডি, বি রেডি, লি রেডি, ডি রেডি, ই রেডি। আমাকে জেলে দিতে পারো, কিন্তু আমি পরোয়া করি না। তোমরা তোমাদের কাজ করো, আমাদের থামিয়ে দেবে কে? সুপ্রিম কোর্ট? শুনে রাখো, আমরা বিকল্প পথে চলব।'

এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। আরও বলেন, '৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম শ্রেণির শিক্ষকরা উচ্চশিক্ষার গেটওয়ে। তাঁরা কেউ গোল্ড মেডেলিস্ট, কেউ পরীক্ষক। তাঁদের সবাইকে চোর বলা হচ্ছে? অযোগ্য বলা হচ্ছে? আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছি।' আইনজীবী সিদ্ধার্থ দত্ত, যিনি আত্মদীপ নামে একটি এনজিও-র তরফে এই নোটিস পাঠিয়েছেন, তিনি দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য স্পষ্টতই শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। তাঁর মতে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে তিনি রায় কার্যকর করবেন না এবং বেআইনি নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরিতে বহাল রাখবেন।

নোটিসে বলা হয়েছে, 'আপনার এই বক্তব্য সংবিধানের ১৪১ ও ১৪৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন এবং আদালতের মর্যাদার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এটি ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিত আদালত অবমাননার শামিল।'

নোটিসে তিনটি সুস্পষ্ট দাবি জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকর করার নির্দেশ দিতে হবে।

২. ভবিষ্যতে এমন কোনও বক্তব্য করা যাবে না, যা রায় কার্যকর না হওয়ার বার্তা দেয়।

৩. ৮ এপ্রিল দেওয়া বক্তব্যের জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

নোটিস প্রেরণকারী আইনজীবী সূত্রে জানানো হয়েছে, এই তিনটি দাবি মানা না হলে দাবি অনুযায়ী, মক্কেলের নির্দেশে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করবেন। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি আবেদন জানানো হবে।

আজ যোগ্য শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিশ্রুতি মতো সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের সঙ্গে আজ বৈঠকে বসবেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শুক্রবার বিকাশ ভবনে ওই বৈঠকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের বক্তব্য শুনবেন শিক্ষামন্ত্রী। তাদের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে সরকার কোন পথে এগোতে চাইছে সে ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে বৈঠকে। দুপুর ২ টোয় বৈঠক শুরু হবে বলে খবর। এদিকে প্রস্তাবিত ওই বৈঠকের আগে বৃহস্পতিবার এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে দেওয়ার সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আরেকবার চাকরি হারানো শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের আশ্বস্ত করেছেন। আন্দোলনরত শিক্ষকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আন্দোলন নয়, কাজে ফিরুন!' ব্রাত্যর কথায়, কারা কী করছেন, নিশ্চয়ই আদালত খেয়াল রাখবে। শিক্ষকরা ক্লাসে গেলে, তাঁদেরই সুবিধা। আলোচনা এবং আন্দোলন দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।' ব্রাত্য বসুর মতে, 'ওরা (আন্দোলনরত শিক্ষক) শুক্রবার পর্যন্ত দেখে নিতে পারতেন। আমরা তো আলোচনা করতে চাইছি। মুখ্যমন্ত্রী তো আলোচনা করতে ডেকেছেন, আলোচনা করেছেন। আমরা কোনও দেওয়াল রাখতে চাই না।'

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি — নবপত্রিকা
সোম — আরোগ্য — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি — তারুণ্য
বুধ — পর্যটন — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং — লক্ষ্মী
শুক্র — বায়োস্কোপ — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ — চিত্রাঙ্গদা
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

'পেট্রল দিয়ে জায়গাটা জ্বালিয়ে দাও'

ভিডিও পোস্ট, 'মারধরে'র ব্যাখ্যা দিল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবায় ডিআই অফিসে পুলিশের 'লাঠিচার্জ' নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। এমন কী পরিস্থিতি তৈরি হল যে চাকরিহারাদের উপর হাত তুলতে হল উর্দ্ধিধারীদের? অবশেষে বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিল কলকাতা পুলিশ। তাদের তরফে একটি ভিডিও পোস্ট করে লেখা হয়, এক প্রতিবাদকারীকে বলতে শোনা যাচ্ছে 'পেট্রল দিয়ে জায়গাটা জ্বালিয়ে দাও'। তাই আত্মরক্ষার্থে সামান্য বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। একাধিক ভিডিওর ছোট-ছোট ক্লিপ পোস্ট করে কলকাতা পুলিশ। যেখানে আন্দোলনকারীদের পুলিশের উপর চড়াও হতে দেখা গিয়েছে। এমনকী, একটি প্রতিবাদীকে 'পেট্রোল দিয়ে জায়গাটা জ্বালিয়ে দাও বলেও শোনা গিয়েছে। এই ধরনের অবিরত আগ্রাসী আচরণের মুখোমুখি হয়ে, কলকাতা পুলিশ আত্মরক্ষার্থে সামান্য বলপ্রয়োগ করতে এবং উচ্ছৃঙ্খল ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে বাধ্য হয়।' আরও লেখা হয়েছে, 'কিছু অসাধু ব্যক্তি গুজব ছড়াচ্ছেন যে, কলকাতা পুলিশের পোস্ট করা ভিডিওগুলি নাকি গতকালের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এ বিষয়ে স্পষ্ট করে জানানো হচ্ছে, শুধুমাত্র উপস্থাপনার স্বার্থে একাধিক ক্লিপ একত্র করে একটি ভিডিও তৈরি করা হয়েছে।' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী। নেতাজি ইন্ডোরের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেদের দুর্দশার কথা জানিয়েছিলেন চাকরিহারারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পেয়েছেন আশ্বাস। তবে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও আন্দোলনের পথ থেকে সরছেন না চাকরিহারাদের একাংশ। চাকরি চাইতে কসবার ডিআই অফিসে চড়াও হয় আন্দোলনকারীরা। সেই সময় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর থেকে নিরস্ত্র পুলিশকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। কলকাতার নগরপাল জানিয়েছিলেন, কার্যত বাধ্য হয়েই চাকরি ফেরতে চাওয়া আন্দোলনকারীদের উপর 'সামান্য বলপ্রয়োগ' করতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ কর্মীরা।

ভারতে প্রত্যর্পণ ২৬/১১-র মূলচক্রী তাহাউর রানার

গ্রেপ্তার করল এনআইএ

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল: দীর্ঘ টানাপোড়েনের অবসান। বারংবার আমেরিকার শীর্ষ আদালতে 'রানার-আর্জি'র পরও হল না কাজ। অবশেষে ভারতেই ফিরতে হল ২৬/১১ সন্ত্রাস হামলার মূল চক্রী তাহাউর রানাকে। বুধবারই তাঁকে বিশেষ বিমানে চড়িয়ে আমেরিকা থেকে রওনা দিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। অনুমান ছিল বৃহস্পতিবার সকালেই ভারতে নামবে সেই বিমান। তবে তা পৌঁছল বেলা গড়িয়ে বিকেলে। অবশেষে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে আমেরিকায় গ্রেপ্তার হওয়ার প্রায় ১৬ বছর পর ভারতে প্রত্যর্পণ তাহাউর রানার। দিল্লিতে নামার পরেই রানাকে গ্রেপ্তার করেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। আমেরিকা থেকে বিশেষ বিমানে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে ২৬/১১ মুম্বই হামলায় অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ রানাকে নিয়ে দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে বিমানটি। রানাকে ভারতে ফেরানোর পরে একটি বিবৃতি দিয়ে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) জানিয়েছে, ২০০৮ সালের ওই জঙ্গি হানার মূল ষড়যন্ত্রী ছিলেন রানা। বিবৃতিতে এনআইএ জানিয়েছে, '২৬/১১ মুম্বই জঙ্গি হানার মূলচক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে বৃহস্পতিবার ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ২০০৮ সালের ওই ঘটনায় মূল ষড়যন্ত্রীকে বিচারের আওতায় আনার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চলছিল।' ভারতে বিমানটি অবতরণের পরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র আধিকারিকেরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। তাঁকে কোথায় রাখা হবে, তা এখনও স্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি। একটি সূত্রের খবর, রানাকে দিল্লিতে এনআইএ-র সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা যুক্ত জিজ্ঞাসাবাদ কুঠুরিতে রাখা হবে তাঁকে। অপর একটি সূত্রের খবর, দিল্লির তিহাড় জেলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে ২৬/১১ মুম্বই হামলায় জড়িত পাক বংশোদ্ভূত এই কানাডিয়ান ব্যবসায়ীকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Suman Jashoyara D/o. Lachman Jashoyara গত ইং ০৮/০৪/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Suman Parveen নামে পরিচিত হইয়াছি। ০৮/০৪/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৩২০ নং এফিডেভিট বলে Suman Parveen ও Suman Jashoyara D/o. Lachman Jashoyara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি মনিকা সর্দার, পিতা-স্বর্গীয় গৌর সর্দার, সাকিন- হাজারীপোতা, পো: জালালখালী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২, আমার একটি সম্পত্তি আছে যাহা 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজায়, দলিল নং- I-12740/-2024 dated-23/12/2024 দাগ নং- R.S. 20793, ও L.R 16032, শ্রেনী- আউস, পরিমাপ- 27 শতক, এই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে চাই। কোন তপশীল উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় ব্যক্তি ক্রয় করতে আগ্রহী থাকলে যোগাযোগ করুন। M-8609020807.

LOST & FOUND

I, Aditya Agarwal son of Bal Krishan Agarwal student of St. Thomas' Boys' School has irretrievably lost my Marksheet and Pass Certificate for my ICSE of Batch 2001 (Index Number T/507/087) and my ISC of Batch 2003 (Index Number (B/8454/048).

।। নোটিশ ।।

গত ইং-১৫/০১/২০০৪ তারিখে পাঁচারুল এডিএসআর অফিসের ১৩৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শিবপুর গ্রাম নিবাসী **শ্রীমতী কল্পনা কুমার** স্বামী স্বর্গীয় শ্যামল ওরফে শ্যামলকান্তি কুঙার (কুমার) দিং শিবপুর গ্রাম নিবাসী **সন্দীপ কুমার** পিতা-শ্যামল কুমার-কে শিবপুর মৌজার অধীন হাল ২৪৭৪, ২৬৩৮, ২৪৭৬, ২৪৭৫, ১৪৬৯ নং খতিয়ানে ও হাল ৫৫৯৬ নং দাগের ৮.০৯ শতক সম্পত্তি সহ আরও অন্যান্য দাগের সম্পত্তিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। অত্র নোটিশের বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকে তাহলে বিএল অ্যান্ড এলআরও ইউ.এন, পুর অফিসে আপনাদের আপত্তি ১ মাসের মধ্যে দর্শাইতে হইবে।

Tapas Kr. Porel (Advocate)
Enro: No. F169/71 of 1998
Bar Council of W.B.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রীমতি দীপ্তি ঘোষ,** স্বামী প্রয়াত দিলীপ ঘোষ, এবং প্রয়াত অশোক বসু পিতা প্রয়াত অমিয় বসু এবং প্রয়াত শিবানী বসু এর একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৫০ বর্গফুট আনুমানিক '**ডিউক গার্ডেন/লর্ড**' ভবনে, এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় '**প্রিন্স**' ভবনে, অবস্থিত **মৌজা রঘুনাথপুর, জেএল নং ৮, দাগ নং ৩৫৫, ৩৪৭, এবং ৪৪৯, খতিয়ান নং ১৫২,২১২, ২১৩, ওয়ার্ড নং ১৭, বি এম সি, থানা : রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০০৫৯,** পুত্র দীপঙ্কর ঘোষকে দায়মুক্ত, অ্যাটাচমেন্ট, লিয়েন, বন্ধক ইত্যাদি সমুদয় মুক্ত হিসেবে। কোনও ব্যক্তির (গণ) কোনও দাবি, অধিকার, লিয়েন, বন্ধক বা অন্য কোনও অধিকার উক্ত সম্পত্তিতে থাকলে আমার সঙ্গে বৈধ নথি সহ ১০ দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি এবং অধিকার পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে গ্রাহ্য হবে না।

এইচ পি মিত্তাল, অ্যাডভোকেট
২৬৮এ, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০১২,
তারিখ : ১১.০৪.২০২৫ মোবাইল : ৮৯৮১০৬৩০০১

।। নোটিশ ।।

গত ইং-১৪/০৫/২০০৪ তারিখে আমতা এডিএসআর অফিসের ২০ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে জগৎবল্লভপুর গ্রাম নিবাসী **শ্রীমতী রমা হালদার** স্বামী জহরলাল হালদার দিং পেঁড়ো গ্রাম নিবাসী **দিলীপ কুমার রায়** পিতা- রবীন্দ্রনাথ রায়-কে জ্যোতসদর ও পাররাধানগর মৌজার অধীন উহাদের নামিত সকল সম্পত্তিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। অত্র নোটিশের বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকে তাহলে বিএল অ্যান্ড এলআরও ইউ.এন. পুর এবং বিএল অ্যান্ড এলআরও আমতা-১ অফিসে আপনাদের আপত্তি ১ মাসের মধ্যে দর্শাইতে হইবে ।

Tapas Kr. Porel (Advocate)
Enro: No. F169/71 of 1998
Bar Council of W.B.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম,
মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম-৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যে ডিএসআর-।।, হাওড়া নিবন্ধিত বুক-।, ভলিউম ০৫১৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ৫৫৩৬৭ থেকে ৫৫৪০৬, নং ০৫১৩০১৮২৫, বছর-২০২৩ দলিলের মাধ্যমে **নেক্সটেল ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড, অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী শ্রী পদম সারওয়াগি, পিতা- বিজয় শঙ্কর সারওয়াগি, ভবানি নর্থ ভিউ, বটতলা মোড়, ফ্ল্যাট নং. ৪ক, পোস্ট-ট্যাংরা ও থানা-বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০০৫৯,** সাবেক দাগ ৬৯৩, ৭১৯, ৭২০, ৭৩০, হাল দাগ ৭০০, ৭২৬, ৭২৭, ৭৩৭, হাল খতিয়ান ৮৫, ৪৪৭, ৯৯৭/৩, ১০০১ এবং ১৪৪৩, মৌজা- সলপ, জেএল ৫২, থানা-ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া পিন-৭১১৪০৯ এর অধীনে ১.৪৭ শতক ১) লক্ষ্মী বাগ, ২) ভগবতীবালা বাগ, ৩) সত্য নাথ ওরফে সত্য নস্কর ওরফে ভজেহরি নস্কর, ৪) অস্ট নস্কর, ৫) রমেশ নস্কর, ৬) বুলবুল বৈদ্য দ্বারা গঠিত অ্যাটর্নি চন্দ্রশেখর দাস, পিতা মদন মোহন দাস, গ্রাম-চামরাইল, পোস্ট অফিস -চামরাইল, থানা-লিলুয়া, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১১১৪, এ.ডি.এস.আর.- ডোমজুড়, হাওড়া নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিযুক্ত এবং বই-।, ভলিউম ০৫০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৪৩৫৪ থেকে ১৪৩৭৮, নং ০৫০৪০০৩৬৫, বছর- ২০২৩ এ নথিভুক্ত-এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেন। যে কোন ব্যক্তির উপরোক্ত সম্পত্তির উপর যেকোন ধরনের আপত্তি, দাবি, যে কোন প্রকৃতির দাবি থাকলে উপযুক্ত নথি সমেত **ডোমজুড় বিএল অ্যান্ড এলআরও, হাওড়া** অফিসে জানাতে হবে। এই প্রকাশনার তাৎক্ষনিক পর ব্যর্থ হলে এমন কোন দাবি / আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

ধন্যবাদান্তে
আপনাদের বিশ্বস্ত
স্নিগ্ধা বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট)
৭/২ বীরপাড়া লেন, পুষ্কর অ্যাপার্টমেন্ট
২য় তল, ফ্ল্যাট নং. ৩সি, কলকাতা-৭০০০৩০
মোবাইল নং. ৬২৯১৩৬৮৯৫৯

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, ১ নং জে এল ভুক্ত চন্দননগর মৌজায় ২২ নং সিটে আর এস ৪১৪, এল আর ২৫৬৭, ২৫৬৮, ২৫৬৯, ২৫৭০, ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৩ নং খতিয়ানের, আর এস ৬১৮, এল আর ৭৮৮ নং দাগে ১ কাঠা ৫ ছটাক বাস্তু জমি **১)শ্রীমত্যা নীহারবালা সেন** স্বামী ৺জীতেন্দ্র কুমার সেন, **২)শ্রী অসীম কুমার সেন, ৩)শ্রী শঙ্কর সেন, ৪)শ্রী মোহন সেন,** ২-৪নং এর পিতা ৺জীতেন্দ্র কুমার সেন, **৫)শ্রীমত্যা বাসন্তী সেন** স্বামী ৺সোমনাথ সেন, **৬)শ্রীমতী চিত্রা নন্দী** স্বামী শ্রী জগৎ কুমার নন্দী, **৭)শ্রীমতী আল্পনা দত্ত** স্বামী শ্রী সমীর দত্ত, সকলের সাকিম ২৯/এ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, জোড়াবাগান, কোলকাতা-৭০০০০৫ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজী ২০১২ সালে চন্দননগর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪ নং বহির 0234/2012 নং আমমোক্তারনামা পত্র বলে **শ্রী চন্দন বর্মন,** পিতা শ্রী সুভাষ বর্মন, সাং রাধানাথ শিকদার রোড, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে চন্দননগর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 2330/2017 নং দলিল মূলে **১)শ্রী নিরঞ্জন স্বর্নকার,** পিতা অনন্ত স্বর্নকার, ও **২)শ্রীমতী মালতি স্বর্নকার** স্বামী শ্রী নিরঞ্জন স্বর্নকার উভয়ের সাং দিনেমার ডাঙা কলোনী, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী কে বিক্রয় করিলে তাহারা উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই উক্ত অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 3937/2021 নং দলিল মূলে **১) শ্রীমতি চৈতালী পাত্র,** স্বামী গৌতম পাত্র, সাং-৫৪ ইএন.ডি বোস লেন, পেয়ারা বাগান, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, হুগলী, ও **২) শ্রীমতি মিতালী বর্মন,** স্বামী দেবজিৎ বর্মন, সাং মিলননগর, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর, হুগলী কে বিক্রয় করেন। তৎপর তাহাদের নিকট হইতে আমার মক্কেল **শ্রী সাগর চৌধুরী** পিতা - কৈলাশ চৌধুরী, সাং-গোন্দলপাড়া জুট মিল,লাইন নং-২, কোয়ার্টার নং-৩৩, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী মহাশয়কে ইংরাজী 21/02/2025 তারিখে চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত 0520/2025 নং দলিল মূলে খরিদ করিয়া নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও খলিসানী অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেস নং MN/2025/0619/1693 । এমতে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও খলিসানী অফিসে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্য লিখিত বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইনানুগ আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হইবে । ইতি- **ইন্দ্রাণী ঘোষ (উকিলবাবু),** চন্দননগর আদালত ও জেলা জজ আদালত, হুগলী

সর্বসাধারনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল নাজরুন নিশা, স্বামী- তাবরেজ খাঁন, সাং- নগর পঞ্চায়েত গুগলি, ওয়ার্ড নং- ৪, গুগলি, পোঃ- বুজর্গ, থানা-গুগলি, জেলা- মহারাজগঞ্জ, রাজ্য- উত্তর প্রদেশ, পিন নং- ২৭৩১৫১।
জনৈক শ্রী রজত চৌধুরী, পিতা- মৃত মনীন্দ্র চৌধুরী, সাং+পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গপুর শহর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। যিনি রেজেষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা মূলে সেখ বাবু, পিতা- মৃত সেখ মুনির, সাং- পাঁচবেড়িয়া, রহমাননগর, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গপুর শহর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর এল.আর. রেকর্ড ভুক্ত পাঁচবেড়িয়া মৌজাস্থিত ২৩৩ নং জে.এল ভুক্ত ৪২০/৪ আর.এস. ও এল.আর ২৩৬০ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ১৬, এল.আর. ২৩০৬ ও ২৮০ দাগের (বাস্তু যোগ্য পতিত) ৮ শতাংশ সম্পত্তি নক্সা সহকারে গত ইং ১৫.০৪.২০১৬ তারিখ ২৩৮৮/১৬ নং বিক্রয় কোবালা মূলে ক্রয় করিয়াছেন। ঐ সম্পত্তি নিউটেশন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড এল. আর. ও, খড়্গপুর-১ মহাশয়ের নির্দেশ মোতাবেক রেকর্ড প্রস্তুত করনের উদ্দেশ্যে কাহারও কোনোরূপ আপত্তি রহিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি মূলে সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ঐ সম্পত্তির রেকর্ড প্রস্তুত করনে কাহারও কোনোও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও, ১ খড়্গপুর অফিসে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথা ঐ সম্পত্তি আইন মোতাবেক রেকর্ড ভুক্ত হইবে।
যোগাযোগ-৭০০১১৩২২০৬ / ৯৯৩২৬৬৯১৯৩

ধন্যবাদান্তে
কমল চট্টোপাধ্যায়
এ্যাডভোকেট

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১১ই এপ্রিল, ২৮শে চৈত্র । শুক্রবার। চতুর্দশী তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা, বিংশোত্তোরী রবি মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শর্তসাপেক্ষে হনুমান জয়ন্তীর মিছিলের ছাড়পত্র শুভেন্দুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হনুমান জয়ন্তী ঘিরে রাজ্যে একাধিক আবেদন, অনুমতি ও বিরোধ গড়াল কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ১২ এপ্রিল শোভাযাত্রা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট, তবে একাধিক শর্তে। একই সঙ্গে গড়িয়া ও হাওড়ার অনুষ্ঠান নিয়েও বিচারপতির নির্দেশ এল বৃহস্পতিবার।

শুভেন্দু অধিকারী হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বৃহস্পতিবার তাঁর রায়ে শোভাযাত্রার অনুমতি দিলেও নিচে বেঁধে দেন একাধিক শর্ত, মিছিলে ডিজে বাজানো যাবে না। শব্দদূষণ যাতে না হয়, সে বিষয়ে কঠোর নজর রাখতে হবে। ৪ থেকে ৫টির বেশি মাইক ব্যবহার করা যাবে না। শোভাযাত্রা থেকে কোনওরকম উস্কানিমূলক বা অপ্রীতিকর মন্তব্য করা যাবে না। মিছিলে ২০০-২৫০ জনের বেশি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে মিছিল সম্পূর্ণ করতে হবে। মিছিলের নির্দিষ্ট রুট হবে কলেজ স্ট্রিট বাটা থেকে হরি ঘোষ স্ট্রিট হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার অধীনে থাকা হনুমান মন্দির পর্যন্ত। গড়িয়ায় পূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছাড়পত্র দিল আদালত।

একইসঙ্গে আরেক মামলায় গড়িয়ার সত্যেন্দ্র পল্লি শিবমন্দির প্রাঙ্গণে ১১ ও ১২ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে পূজা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশের কাছে পূর্বে আবেদন করা হলেও সাড়া না মেলায় আবেদনকারীরা আদালতের শরণ নেন। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তাঁর রায়ে বলেন, 'আবেদনকারীরা পুলিশের কাছে ফের লিখিত আবেদন জানাবেন। পুলিশ অনুমতি দিতে বাধ্য। ১২ এপ্রিলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাত ১০টার মধ্যে শেষ করতে হবে।' পাশাপাশি রেড রোড ও হাওড়ার ইস্যুতে জট বজায় থাকলো। কলকাতার রেড রোডে হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রার অনুমতির জন্য হিন্দু সেবাদলের আবেদনের শুনানি বৃহস্পতিবার হয়নি। বিচারপতি জানিয়েছেন, মামলাটি শুনানি হবে শুক্রবার সকালে।

ফের সেতু ও উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন অর্থবছরের শুরুতে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর তাদের হাতে থাকা সেতু ও উড়ালপুল গুলির আরেক দফা স্বাস্থ্য পরীক্ষা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পর্যায়ে রাজ্যজুড়ে উক্ত দপ্তরের অধীনে থাকা ২২০০ টিরও বেশি সেতু এবং উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের চলতি মাসের মধ্যেই সমস্ত সেতুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে রিপোর্ট শীর্ষ ভট্টাচার্যের কাছে জমা দিতে হবে। বর্তমানে রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের অধীনে মোট ২২২০টি সেতু এবং উড়ালপুল রয়েছে। এরমধ্যে ১৭৬ টির অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন বলে আগেই পরীক্ষায় উঠে এসেছে। দ্রুত ওইসব সেতুর সংস্কার শুরু করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

লোকসভা ভোটের পর রাজ্য সরকার কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা জরাজীর্ণ সেতু গুলির সংস্কারের কাজে হাত দেয়। সাম্প্রতিক কালে স্বাস্থ্য পরীক্ষাধনধান্য সেতু, চেতলা সেতু, কালীঘাট সেতু-সহ আরও বেশ কয়েকটি সেতুর সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে বা হতে চলেছে। চলতি আর্থিক বছরেই গঙ্গাসাগরে নতুন সেতু তৈরির কাজে হাত দিচ্ছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের কাছে সাড়া না পেয়ে রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকেই সাগরে নতুন সেতু তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়া ৪২টি সেতু তৈরি করার কথা রয়েছে পূর্ত দফতরের। বাকি ৯০টি করবে পূর্তদপ্তরের সড়ক শাখা বা পিডব্লুডি (রোডস)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালনার সঙ্গে শান্তিপুরের সংযোগকারী সেতু, তেহট্টে জলঙ্গী নদীর উপর সেতু এবং মুর্শিদাবাদে বাবলা নদীর উপর লোহাদহ ঘাট সেতু। এছাড়া, পাহাড় সহ গোটা উত্তরবঙ্গে তৈরি একাধিক সেতু। হাওড়া জেলার গ্রামীণ এলাকাতেও তৈরি হবে একটি সেতু।

ইতিমধ্যেই পূর্ত দফতরের অধীনে থাকা রাজ্যের সমস্ত সেতুর স্বাস্থ্যপরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী দুর্বল সেতুগুলির জায়গায় নতুন সেতু হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সংযোগকারী রাস্তা অনেক চওড়া আর সেতু যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ। সেসব ক্ষেত্রে সেতু আরও চওড়া করা হবে। এই প্রেক্ষিতে কোন কোন সেতুর কাজ চলতি অর্থবর্ষেই শুরু করা যবে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে ওই বৈঠকে। গত কয়েক বছরে সড়ক সংস্কারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য। পাহাড় থেকে সাগর;রাজ্যজুড়ে কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা নতুন অথবা সংস্কার হয়েছে। সেই তুলনায় সেতু সংস্কার বা নতুন সেতু তৈরির কাজ হয়নি। তাই এ বছর সেতু তৈরিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগতে চাইছে রাজ্য।

আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে 'নিশানা', গাড়ি 'ভাঙচুর'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলার ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় বিক্ষোভ কর্মসূচির মাঝপথেই হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়ে তীব্র উত্তেজনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই গাড়ির মধ্যে ওভারটেক করা নিয়ে বিবাদ গড়ায় সংঘর্ষে, যার জেরে এক ব্যবসায়ীর গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়েই চরম আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়, কারণ ওই ব্যবসায়ীর গাড়িতে থাকা দুই সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষী আচমকাই বন্দুক উঁচিয়ে জনতার উদ্দেশে ভয় দেখান বলে অভিযোগ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে ধর্মতলার জমায়েতে যোগ দিতে একদল আন্দোলনকারী গাড়ি করে যাচ্ছিলেন কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরে। একই পথে যাচ্ছিলেন আসানসোলের এক ব্যবসায়ী দীপক গড়াই। অভিযোগ, তাঁর গাড়ি ও আন্দোলনকারীদের একটি গাড়ির মধ্যে ওভারটেক করা নিয়ে বচসা শুরু হয়। সেই সময় ব্যবসায়ীর গাড়িতে থাকা দুই নিরাপত্তা রক্ষী আচমকাই বন্দুক বের করে জনতার দিকে তাক করে ধরেন বলে অভিযোগ ওঠে। জনতার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, পরিস্থিতি চরমে পৌঁছয়। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগাছা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। হাজির হন পদস্থ পুলিশ কর্তারা। ওই দুই নিরাপত্তা রক্ষীর বন্দুকের লাইসেন্স যাচাই করে পুলিশ জানায়, তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত। যদিও প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ভয় দেখানো নিয়ে ওঠা অভিযোগকে হালকাভাবে নেয়নি প্রশাসন।

আইকিউওও জেড-১০ বাজারে আসছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতেই তৈরি হচ্ছে দুর্দান্ত স্মার্টফোন আইকিউওও। দারুণ ফিচার নিয়েই এবার ভারতে আইকিউওও জেড-১০ সিরিজ লঞ্চ করতে প্রস্তুত। কলেজ ছাত্র ও তরুণ পেশাদারদের কথা ভেবেই এই বিশেষ ফোন। যে স্মার্টফোনে থাকছে ৭৩০০ এমএএইচ ব্যাটারি। যা ভারতে প্রথম। এই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারিতে দুই দিনেরও বেশি সময় স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। একেবারে স্লিম চেহারাতেই ধরা দিচ্ছে এই ফোন। যা মাত্র ০.৭৮৯ সেমি। ফলে, নতুন প্রজন্মের কাছে দারুণ আকর্ষণীয়। স্ন্যাপ ড্রাগনের ৭ জেন ৩ প্রসেসর দ্বারা চালিত, আইকিউওও জেড ১০ ৮.২ এল-এর বেশি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই কাজের। সেগমেন্ট ৩-এর সবচেয়ে উজ্জ্বল কোয়াড কার্ভড অ্যামলয়েড ডিসপ্লে রয়েছে, যার স্থানীয় সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা ৫০০০ নিট। আইকিউওও জেড১০ ৯০ওয়াট ফ্ল্যাশচার্জও রয়েছে।

পুলিশের এতো সাহস হয় কী করে, প্রশ্ন দিলীপের

কসবা ইস্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার কসবায় চাকরিহারাদের ডিআই অফিস অভিযানে তৈরি হয় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। এদিন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এই ঘটনায় একাধিকজন আহত এবং অসুস্থ হয়েছেন। সমাজের সর্বস্তর থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এবার এই ঘটনায় সরব বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষও। তাঁর অভিযোগ, যেখানে দরকার সেখানে হাত গুটিয়ে বসে থাকে পুলিশ। এদিকে শিক্ষকদের লাঠিপেটা করা হচ্ছে! দিলীপের প্রশ্ন, 'শিক্ষকদের পেটে লাথি মারছে? পুলিশের এত সাহস হয় কী করে? চোর-ডাকাতরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের গায়ে হাত দিতে পারে না। আর যাঁরা যোগ্য মানুষ, নিজেদের অধিকারের জন্য লড়ছেন, তাঁদের সঙ্গে অপরাধীদের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে কেন এমনই প্রশ্ন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতির। একইসঙ্গে পুলিশকে বিঁধে দিলীপের আরও বক্তব্য, দলদাসের মতো কাজ করছেন তাঁরা। একবারও ভাবছেন না, তাঁরা মানুষের জন্য কাজ করেন, কোনও সরকারের জন্য নয়। তৃণমূল সরকার একবার চলে গেলে কী অবস্থা হবে তাঁদের, একবারও ভেবে দেখছেন না, এদিন এমন হুঁশিয়ারিও দিতে দেখা যায় রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতিকে। শুধু তাই নয়, কসবা কাণ্ড ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সরাসরি নিশানা করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'অবৈধ চাকরিপ্রার্থীর কাছে মমতার দলের লোকজন টাকা খেয়েছে। আর যে ১৮ হাজার বৈধ চাকরিহারা, তারা পুলিশের লাঠি খাচ্ছেন। এটাই হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এটাই তাঁর সরকার। তাঁদের থেকে কেউ ন্যায় বিচার আশা করে না।'

ফাউন্ড্রি পার্ক তৈরি হচ্ছে হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার হাওড়ার আমতায় একটি ফাউন্ড্রি পার্ক তৈরির কাজ শুরু করেছে। এই শিল্প তালুকে ৮০ বিঘা জমির উপরে ১০০টির বেশি ফাউন্ড্রি ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই হাওড়া গ্রামীণের কুরিট গ্রামে এই পার্কের প্রাথমিক পর্যায়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা, নিকাশি নালা সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে হাওড়ার পাচঁলায় ফাউন্ড্রি শিল্পের বড় ইউনিটগুলোর একটি তালুক গড়ে উঠেছে। এ বার ছোট ইউনিট গুলিকে জায়গা করে দিতে এই নতুন শিল্প তালুক তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া রাজ্য সরকার পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪টি নতুন শিল্প তালুক গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গড়বেতা-১, চন্দ্রকোণা-২, মেদিনীপুর সদর ও কেশপুর ব্লকে এই ৪টি শিল্প তালুক হবে। এগুলি গড়ার জন্য ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। জমিগুলি থেকে যাতে শিল্পপতিরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায় সেইদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। নতুন ওই ৪ শিল্প তালুক তৈরি হলে কয়েক হাজার যুবক-যবতীর কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, গড়বেতা-১ ব্লকের শিল্প তালুকটি হবে গনগনি এলাকায়। ওই এলাকা থেকে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও রেল যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে। চন্দ্রকোণা-২ ব্লকের লালগড়ে শিল্প তালুক হবে। এই এলাকা থেকে চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল রোড খুব সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মেদিনীপুর সদর ব্লকের মুড়াকাটা এলাকায় শিল্প তালুক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কেশপুর ব্লকের চাঁদমুড়া এলাকায় তালুক তৈরি হবে। প্রতিটি শিল্প তালুকে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও জলের ব্যবস্থা থাকবে। শিল্প তালুকের মধ্যে উৎপাদন, লজিস্টিকস, কোল্ড স্টোরেজ, পোল্টি, মাছের উৎপাদন করা যাবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে বিনিয়োগে গতি আনতে ১০০টি শিল্পতালুক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বাম জমানায় মাওবাদী আন্দোলনের জেরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল উন্নয়ন। কেশপুর সহ একাধিক এলাকায় রাজনৈতিক হানাহানির জেরে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা জেরবার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকার বদলের পর ছবিটা ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী জেলায় কৃষির পাশাপাশি শিল্পেও বাড়তি গুরুত্ব দেন। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে জেলায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। এবার নতুন ৪টি শিল্পতালুক গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে শিল্পায়নের প্রসার ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক শিল্পকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা চলছে। রাজ্য সরকার চাইছে সরকারি জমিতে ও জমি কিনে বা লিজ নিয়ে বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প গড়ে উঠুক। ইতিমধ্যেই জেলায় সরকারি জমিতে লিজে ছোট-মাঝারি শিল্পের জন্য শিল্প তালুক গড়তে বেসরকারি ক্ষেত্রকে আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

ওয়াকফ: কেন্দ্রীয় রিপোর্টে ফিরহাদ, নাদিমুল, শাম্মির নাম

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল নিয়ে বিস্ফোরক রিপোর্ট পাঠাল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠানো ওই রিপোর্টে রাজ্যের শাসক দলের একাধিক শীর্ষনেতার বিরুদ্ধে জমি জবরদখলের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হক, কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর শাম্মি জাহান বেগম-সহ আরও অনেকে।

আইবি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, মহাবীরতলা মসজিদ থেকে আলিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত জোহুরা বিবি ওয়াকফ এস্টেটের ৩৫ বিঘা জমির মধ্যে ফিরহাদ হাকিম ৫ বিঘারও বেশি জমি দখল করে সেখানে স্ত্রী-সহ একটি মার্বেল শোরুম চালাচ্ছেন। একই অভিযোগ উঠেছে ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাম্মি জাহানের বিরুদ্ধেও। তাঁর বিরুদ্ধে টিপু সুলতান গোরস্থানে জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। তবে ফিরহাদ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, ‘এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ! কোনও তথ্যপ্রমাণ দেখাতে পারবে না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।’ তাঁর দাবি, এই রিপোর্টের নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ‘ইডি, সিবিআই দিয়েও যখন কিছু হল না, তখন এখন আইবি-কে নামানো হয়েছে। এদের একটাই কাজ, হেনস্থা করা এবং অমিত শাহকে খুশি রাখা।’ শাম্মি জাহান বেগমের বক্তব্য, ‘আমি ওয়াকফ বোর্ডের কেউ নই, কোথায় কী ওয়াকফ সম্পত্তি আছে জানিই না। আমার নামে কীভাবে এই রিপোর্ট তৈরি হল, কিছুই বুঝতে পারছি না।’ রিপোর্টে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হককেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে

তালবাগান রোডে ওয়াকফের ২২ কাঠা জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। আরও বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে রিপোর্টে। প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদের নাম রয়েছে, যিনি কৃষ্ণনগরের সাহিবুল্লা ওয়াকফ এস্টেটের ৩,০০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট দখল করেছিলেন বলে অভিযোগ। এ ছাড়াও, ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য আফাকুজ্জামানকে ‘ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ’ এবং বেআইনিভাবে বোর্ডে আসা সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য বলা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কোনও পারিবারিক ওয়াকফ না থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে বোর্ডে ঢুকে এসেছেন এবং নিজেই এক ওয়াকফ এস্টেট দখল করে নিয়েছেন। মেটিয়াবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের দান করা সম্পত্তিরও জবরদখলের অভিযোগ তুলেছে আইবি। সেখানে ট্রাস্টের মত না নিয়েই এক সদস্য নতুন ট্রাস্ট ডিড তৈরি করে জমি সাব-লিজ দিয়েছেন নবগঠিত একটি হাসপাতাল ট্রাস্টকে, যার চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। ওয়াকফ বোর্ড নিয়ম না মেনে সেই ডিড একদিনেই অনুমোদন করে বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। বাম আমলের তিনটি পৃথক অভিযোগকেও তুলে ধরা হয়েছে রিপোর্টে। জোহরা বেগম ওয়াকফ এস্টেটে ২০০৬, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে অবৈধ নির্মাণ বন্ধের জন্য পুলিশকে চিঠি দেওয়া হলেও কোনও পদক্ষেপ হয়নি বলে বলা হয়েছে। অভিযোগ, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে ফের সেখানে নির্মাণ শুরু হয়।

এছাড়াও রিপোর্টে অভিযোগ, রাজ্যে আগেই ওয়াকফ কমিটিতে অমুসলিম সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন জলপাইগুড়ির একটি ওয়াকফ এস্টেটে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছিল হিন্দু দুই ব্যক্তিকে। মূল্য ছিল হাজার কোটি টাকা। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে রিপোর্টে উঠে এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো ভূমিকা। ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস সাংসদ হিসেবে তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখে রাজ্যে ওয়াকফ নয়ছয়ের অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে গঠিত বিচারপতি গীতেশরঞ্জন ভট্টাচার্যের কমিশন অনিয়মের সত্যতা মেনে রিপোর্ট দেয় ২০০১ সালে। তৃণমূল অবশ্য গোটা বিষয়টিকে এক রাজনৈতিক চক্রান্ত হিসেবেই দেখছে। মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো অবস্থান এবং বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক কেন্দ্রীয় রিপোর্টকে ঘিরে প্রশ্ন তুলেছে শাসক শিবির। তবে সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা শুরুর ঠিক আগে এই রিপোর্ট পাঠানোয় রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্য দেখছেন অনেকেই।

কসবাকাণ্ডে পুলিশের কাছে জবাব তলব লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য চাকরিহারা শিক্ষকের পেটে প্রকাশ্যে পুলিশের লাথি, লাঠিচার্জ! কসবার ডিআই অফিসের বাইরে এমনই দৃশ্য উঠে আসার পরে চাপের মুখে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর। বৃহস্পতিবার লালবাজার এইকাণ্ডের স্পষ্ট ব্যাখ্যা তলব করেছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, কে সেই অফিসার? কী এমন ঘটেছিল, যাতে শিক্ষককে মারতে হল পায়ের আঘাতে? সরাসরি জবাব চাওয়া হয়েছে দক্ষিণ শহরতলি বিভাগের ডেপুটি কমিশনার বিদিশা কলিতার কাছে। কেবল লাথি ইস্যু নয়, পুলিশ কেন লাঠিচার্জ করল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা তলব করেছে লালবাজার। তদন্ত চেয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যাতে চাকরিহারারা ডিআই অফিসে ঢুকে পড়লেন? পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হতে হল কেন? কতজন পুলিশ মোতায়েন ছিল? চাকরিহারাদের জমায়েত সম্পর্কে আগে থেকেই কি খবর ছিল পুলিশের কাছে? এদিকে, পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে প্রতিবাদীদের একাংশ যে সরকারি

সম্পত্তি ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন, সেই যুক্তিতে দুইটি মামলা রুজু করেছে পুলিশ। একটি জেলা স্কুল পরিদর্শকের অভিযোগে, অন্যটি কসবা থানার তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা। দুই ক্ষেত্রেই ‘অজ্ঞাতপরিচয়’ চাকরি ফেরত চাওয়া বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার, কসবায় স্কুল পরিদর্শকের কার্যালয়ের সামনে। বহুদিন ধরে চাকরি ফেরতের দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। অভিযোগ, তাঁদের একাংশ অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রথমে ধাক্কাধাক্কি করে, পরে শুরু হয় লাঠিচার্জ। সেই সময়েই এক পুলিশকর্মীকে একজন প্রতিবাদীকে পেটে লাথি মারতে দেখা যায়।

মারের জবাব পাল্টা মার, নিদান অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রাতে বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের হালিশহর চিত্তরঞ্জন কলোনিতে তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছেন সক্রিয় বিজেপি কর্মী রাজু দে। তিনি সংকটজনক অবস্থায় কল্যানীর এইমসে চিকিৎসাধীন। তাঁকে দেখতে বৃহস্পতিবার বেলায় কল্যাণী এইমসে গিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। ঘটনা নিয়ে তাঁর দাওয়াই, পুলিশ যেহেতু নিরপেক্ষ নয়। তাই মারের জবাব পাল্টা মার দিতে হবে। তাঁর সাফ বক্তব্য, পাল্টা মার না দিলে দলীয় কর্মীরা কেউ বাঁচবে না। প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, দলীয় কর্মী রাজুকে ওরা অনেক মার মেরেছে। আসলে ওকে প্রাণে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছিল তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। কিন্তু ভগবানের কৃপায় রাজু প্রাণে বেঁচে গেছে। তাঁর দাবি, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল গুন্ডামি করছে। প্রসঙ্গত, মাঝে মধ্যেই তপ্ত হয়ে ওঠে ব্যারাকপুর। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদের বক্তব্য, ব্যারাকপুর সবসময় খবরের শিরনামে থাকে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এই ব্যারাকপুর থেকেই। পুলিশ ও গুন্ডা হাতে হাত মিলিয়ে নেওয়ায় ব্যারাকপুরে সমস্যা এখন বেড়েছে। এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা নিয়ে তিনি বলেন, ২৫ লক্ষ যুবক যুবতী পরীক্ষায় বসেছিলেন। তার মধ্যে প্রায় ২৬ হাজার জন চাকরি পেয়েছেন। চাকরি প্রাপ্তদের মধ্যে ৯০ শতাংশ টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর কথা এখন কেউ শোনেন না। মুখ্যমন্ত্রীর কথা কেউ মানেনও না। প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও আক্রান্ত দলীয় কর্মীকে হাসপাতালে হাজির ছিলেন চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ ও কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সুদীপ্ত দাস, সন্তোষ রায়, রূপক মিত্র প্রমুখ। অভিযোগ, বুধবার রাতে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই বিজেপি কর্মী। বাড়ির সন্নিকটে চিত্তরঞ্জন স্কুলের কাছে তাঁর পথ আটকায় কয়েকজন যুবক। বাইক থেকে ফেলে দিয়ে এলোপাথাড়ি রাজুকে পেটায় তৃণমূলের ভৈরব বাহিনী। একজন থান ইঁট দিয়ে রাজুর মাথায় সজোরে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাজুকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কল্যাণী জে এন এম হাসপাতালে। সেখান থেকে তাঁকে কল্যাণীর এইমসে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আক্রান্ত রাজুর অভিযোগ, বাড়ি ফেরার সময় বাপ্পা মালো-সহ পাঁচ-সাতজন তাঁর পথ আটকায়। বাপ্পার হাতে পিস্তলও ছিল। কেন তিনি কার্তিক মহারাজকে বাড়িতে এনেছিলেন এবং রামনবমীর শোভাযাত্রার তিনি কেন যোগ দিয়েছিলেন। সেই ক্ষোভেই তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে, এমনটাই দাবি আক্রান্ত বিজেপি কর্মী রাজু দে-র। যদিও সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়েছে তৃণমূলের ভৈরব বাহিনীর সেই মারধোরের দৃশ্য। এই ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, কাপুরুষের মতো রাতের আঁধারে হামলা করছে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। সাহস থাকলে রামনবনীর শোভাযাত্রায় ওরা হামলা করতো। তবে তৃণমূল এই হামলার জবাবও পাবে। তাঁর দাবি, পুলিশ এফআইআর নেবে না। এফ আই আর করাও উচিত নয়। যাদের মদতে এই হামলা। তাদেরকে এবার বুঝে নিতে হবে। তাঁর বক্তব্য, গোটা বাংলায় সবাই আতঙ্কে ভুগছেন। বিজেপি কর্মী থেকে শুরু করে সিপিএম কর্মী এবং সাধারণ মানুষজনও আতঙ্কে ভুগছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, মারের বদলা এবার মার দিতে হবে। হালিশহর শহর তৃণমূল সভাপতি প্রবীর সরকারের দাবি, এই ঘটনায় তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে।

৮৬ মিনিট থানার সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে না সুশ্রীতাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এআইডিএসও নেত্রী সুশ্রীতা সোরেনের মামলায় আটক থেকে মুক্তি পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তের তথ্য তলব করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এরপর পুলিশ লকআপের সিসিটিভি ফুটেজ জমা করা হয়। এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে রাজ্য জানায়, ঘটনার দিন ১৪ ঘণ্টা ১ মিনিট থানায় ছিলেন সুশ্রীতা সোরেন। এর মধ্যে মোট ৮৬ মিনিট সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে না থানার এমন অংশে ছিলেন সুশ্রীতা। যার মধ্যে ২৪ মিনিট ওয়াশরুমে ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৭ মিনিট নিরীক্ষণ হয়েছে। ৮ মিনিট ওসির ঘরে ছিলেন, যেখানে তাঁর নেতা ভবানী চক্রবর্তীও ছিলেন। বাকি ১৩ মিনিট এবং ৪ মিনিট অন্য ঘরে ছিলেন বলে বৃহস্পতিবার আদালতে জানায় রাজ্য। এর পাশাপাশি রাজ্যের তরফ থেকে এদিন সওয়াল করতে গিয়ে দাবি করা হয়, ওসির ঘরে যে ধরনের অত্যাচারের অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা ৮ মিনিটে করা সম্ভব না। থানার সিসিটিভি ফুটেজের সময় অনুযায়ী সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে সুশ্রীতাকে থানায় আনা হয় এবং রাত ১টা ৪১ মিনিটে ছেড়ে দেওয়া হয়। যদি সিসিটিভির ঘড়ি এবং প্রকৃত সময়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে বলেও আদালতে জানায় রাজ্য। এদিকে এদিন আদালতে রাজ্যের তরফ থেকে সওয়াল করতে গিয়ে বলা হয়, ‘যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।’ এক্ষেত্রে রাজ্যের আরও যুক্তি, ‘যদি এধরনের কোনও ঘটনা ঘটে থাকত, তাহলে থানায় উপস্থিত, তাঁদের নেতা কাউকে তো জানাতেন। এরকম ঘটনা তিনি তো কাউকেই জানাননি।’ এরপরই মামলাকারীর তরফ থেকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, ‘৮৬ মিনিট কেন সিসিটিভি -র বাইরে ছিলেন সুশ্রীতা? ওয়াশরুমের সময় বাদ দিলে বাকি সময় সিসিটিভি-তে দেখা যাচ্ছে না, সেই এলাকায় কেন ছিলেন সুশ্রীতা?’ সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা হয়, ওসির ঘরে কেন সিসিটিভি নেই তা নিয়েও। পাশাপাশি মামলাকারীকে এদিন এ প্রশ্নও করতে শোনা যায়, ওসির ঘর মারার ঘর কি না তা নিয়েও। এরপরই রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, ‘অভিযোগ তুললে প্রমাণ করতেই হবে, নাহলে উপযুক্ত জরিমানা করতে হবে।’ এরপরই মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, ‘কেমন করে লাঠি মারতে হয় সেটা জানে না পুলিশ? লাথির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।’ এরপরই মামলাকারীর পাল্টা প্রশ্ন, ‘আমাদেরকে মারা হলো। আবার আমাদেরই প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে। আমরা কী প্রমাণ করব?’ মামলাকারীর আইনজীবীর তরফে আরও প্রশ্ন করা হয়, ‘গরম মোম যে আমাদের গায়ে ঢালা হয়নি, তার প্রমাণ কোথায়?’

ফের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্য, বিতর্কে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবায় পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে এসএসসি দপ্তরের সামনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অনশনে চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। একইসঙ্গে তাঁদের দাবি, ২০১৬-র এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্য চাকরিহারাদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হোক। এই আবহেই এ বার ঘটনাস্থলে পৌঁছোলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখান থেকে আরও এক বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করেন তিনি। প্রশ্ন তুললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ভূমিকা নিয়েও।

অনশন শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসএসসি দপ্তরের সামনে পৌঁছান প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি নেতা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ছিলেন বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ এবং এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডলও। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখাও করেন তাঁরা। সেখানেই রাজ্যের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অভিজিৎবাবু প্রশ্ন তোলেন, ‘নিরীহ শিক্ষকদের উপর মামলা করলেন কেন? আসলে সব ভাঁওতাবাজি! ওঁরা জানেন ওঁরা অন্যায় করেছেন। তাই ওঁদের সুষ্ঠুভাবে বিষয়টি মেটানোর কোনও ইচ্ছা নেই। ওঁরা এটা নিয়ে যতটা সম্ভব রাজনীতি করা যায়, তা-ই করছেন।’

শুধু তা-ই নয়, ধর্নাস্থল থেকে আরও এক বার মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে দুষেছেন অভিজিৎ। তিনি বলেন, ‘যা হচ্ছে, তা তো মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই হচ্ছে। একটু পরেই হয়তো পুলিশ এসে এখানেও ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা সহমর্মিতা জানাতে এসেছি। ভেঙে পড়বেন না। আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনাদের পাশে আছি।’ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জনও। রূপা বলেন, ‘কাদের ঘুষ দিয়ে চাকরি হয়েছে, খুঁজলেই তাঁদের পাওয়া যাবে। তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কেন?’ এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান গোটা ঘটনায় ব্রাত্য বসুর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানান, এসএসসির বর্তমান চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে কিছু কথা বলতে চান তিনি। চিত্তরঞ্জন বলেন, ‘আমি অধ্যাপক সিদ্ধার্থ মজুমদারকে স্পষ্ট ভাবে মনে করিয়ে দিতে চাই, উনি এই সরকারের কলেজ সার্ভিস কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। উনি যেভাবে তা পরিচালনা করেছিলেন, তারপর ওঁকে যেভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ওঁর কাছেও বেদনাদায়ক। আমি চাইব উনি স্বমহিমায় ফিরুন। নিজের মানসিকতা, শিক্ষা, সংস্কার নিয়ে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়িয়ে কাউকে পরোয়া না করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যান।’

এদিকে এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার পর বুধবারই এসএসসিকে ওএমআরের মিরর ইমেজ প্রকাশ্যে আনার জন্য দু’দিনের সময় বেঁধে দেন তাঁরা। সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, এর অন্যথা হলে শনিবার তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। অভিজিৎবাবু এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার এও জানান, এ পর্যন্ত যা করেছেন, দলকে জানিয়েই করেছেন। প্রসঙ্গত, মমতাকে লেখা চিঠি বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যকে পৌঁছে দেবেন বলেছিলেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি। অথচ বুধবার কথা দিয়েও বিকাশ ভবনে যাননি অভিজিৎ।

শিক্ষকদের পাশে থাকতে না পারলে অসম্মান করবেন না: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য জুড়ে ২০১৬ এসএসসি বাতিল প্যানেলে নাম থাকা ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা প্রতিবাদে নেমেছেন। বুধবার জেলায় জেলায় ডিআই অফিসে শিক্ষকদের ডেপুটেশনন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। চাকরিহারাদের লাথি, লাঠির বাড়ি খেতে হয় পুলিশের কাছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল চলছে। এই আবহে চাকরিহারারা যাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রাখেন সেই পরামর্শ দেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুধু তাই নয়, চাকরিহারা শিক্ষকদের মুখ্যমন্ত্রী যখন স্কুলে যেতে বলেছেন, তখন তাঁরা ডিআই অফিস দখল করতে গেলেন কেন, এই প্রশ্নও তোলেন তিনি। ফিরহাদের বক্তব্য, ‘শিক্ষকদের কাজ পড়ানো, পড়াবেন। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারীদের কথায় যেন চাকরিহারারা গ্যাস না খান!’ এবার সেই মন্তব্যেরি পাল্টা দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘ফিরহাদ হাকিম মানুষের কষ্ট বোঝেন না। মেয়রকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, ‘শিক্ষকদের পাশে না থাকতে পারলে অসম্মান করবেন না।’

একশো দিনের কাজে ‘দুর্নীতি’, বাংলার চার জেলা থেকে ২ কোটি টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার তরফ থেকে অভিযোগ উঠেছে, একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। একশো দিনের কাজে বাংলার একাধিক ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির তথ্য খাড়া করেছিল কেন্দ্র। তদন্তে রাজ্যে এসেছিল কেন্দ্রীয় দল। মোট ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করা হয়েছিল বলে আদালতে জানান কেন্দ্রের এডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী। এরপর চলতি বছরের ২০ মার্চ নোভাল অফিসার রিপোর্ট দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জানান, হাইকোর্ট নিযুক্ত চার সদস্যের কমিটি জানায়, বিভিন্ন সময় রাজ্যের মোট চারটি জেলা পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, মালদা এবং দার্জিলিং জিটিএ-এরিয়া পরিদর্শন করে একশো দিনের কাজের টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে এই চার জেলা থেকে মোট ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে একশো দিনের প্রকল্পে দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল। এই মামলায় এদিন প্রধান বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, দুর্নীতি হয়ে থাকলে কেন্দ্রীয় সংস্থা পদক্ষেপ করতে পারে। কেন্দ্রকে এক্ষেত্রে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। এই অর্থ প্রকৃত প্রাপকদের দ্রুত বন্টনেরও নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এদিন কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল জানান, ২০২২ সাল থেকে দুর্নীতির কারণেই কেন্দ্র টাকা দেওয়া বন্ধ রেখেছে। রাজ্য চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রককে ফের চিঠি দিয়েছিল, যা বিবেচনার পর্যায়ে রয়েছে। এরপরই প্রধান বিচারপতি জানান, এই স্কিমের বকেয়া কবে কেন্দ্র রিলিজ করবে, সেই বিষয়ে দ্রুত জানাতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৫ মে। তার আগে কেন্দ্রকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। একইসঙ্গে এদিন প্রধান বিচারপতি রাজ্যের কাছে জানতে চান, কেন জব কার্ড হোল্ডারদের বেকার ভাতা দেওয়া হবে না? এই উত্তর রাজ্যকে দিতে হবে পরবর্তী শুনানির দিন। এদিকে এদিন রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, ‘কেন্দ্রের সরকার খুব উদ্ধত। তারা প্রস্তাব গ্রহণ করছে না। অন্য কেউ কিছু না করলে ব্যবস্থা নিচ্ছে। তিন বছর হয়ে গেল। অনেক স্কিমে অনেক টাকাই আসেনি এই রাজ্যে।’ এদিকে মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করতে গিয়ে আদালতে জানান, ‘কেন্দ্র রাজ্য লড়াই করছে। কিন্তু ভুক্তভুগী কসাধারণ মানুষ।’ এরই প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকলে পদক্ষেপ করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা আদৌ করা হয়েছে কি না।

‘রাজভবনে কোনও বিল পড়ে নেই’, স্পিকারের দাবি খণ্ডন রাজভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজভবনে বিল পড়ে থাকার অভিযোগ উঠতেই বুধবার মুখ খুলেছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তামিলনাড়ুর প্রসঙ্গ তুলে অভিযোগ তুলেছিলেন বিমান, যদিও রাজভবনের স্পষ্ট দাবি, সংবাদমাধ্যম বিভ্রান্ত করেছে। এছাড়াও অধ্যক্ষ প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাজ্যপালের বিল আটকে রাখার পিছনে কী যুক্তি রয়েছে তাই নিয়ে। এমনকি রাজ্যপাল পদে শিষ্টাচার রক্ষার প্রসঙ্গও ছুঁয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এবার বৃহস্পতিবার স্পিকারের সেই মন্তব্য ঘিরেই সরব হল রাজভবন। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টকে ‘ভুল’ আখ্যা দিয়ে রাজভবন জানাল, বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। রাজভবনের সূত্রে জানান যাচ্ছে, একটি বিশেষ পদাধিকারী আধিকারিকের তরফে সম্প্রতি কর্মীদের উদ্দেশ্যে পাঠানো তথ্যপত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘গণমাধ্যমের একাংশে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যে বলা হয়েছে কিছু বিল রাজভবনে আটকে রয়েছে, তা বিভ্রান্তিকর। এই বিষয়ে রাজভবন একাধিকবার রাজ্য সরকার, বিধানসভা ও সংবাদমাধ্যমকে প্রকৃত অবস্থা জানিয়েছে।’ ওই নথিতে ‘বিল অনিষ্পন্ন’ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক হালনাগাদ অবস্থাও দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২০১৬ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া অন্তত ২৩টি বিল বর্তমানে রাজভবনে পড়ে রয়েছে। এমনকি রাজভবন ‘বিল পাশ’ সংক্রান্ত দায়িত্ব নিয়ে শিষ্টাচার রক্ষা করছে না বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। যদিও স্পিকারের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা অবস্থান রাজভবনের। রাজভবনের ওই আধিকারিকের দাবি, ২০২৩ সালে রাজ্য সরকারের তরফেই জানানো হয় যে ২৩টি বিল অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। সেই খবর পৌঁছতেই রাজ্যপাল ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেন। তদন্তের পর জানা যায়, সেই ২৩টির মধ্যে ৫টি বিলে রাজ্যপাল ইতিমধ্যে সম্মতি দিয়েছেন। দু’টি বিল রাজ্য সরকারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে। একইভাবে রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় ১১টি বিল রয়েছে। রাজভবন আরও জানিয়েছে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে ১১টি বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এবং একটি হল ‘অপরাজিতা বিল’। এই সংরক্ষণ রাজ্য সরকারের সুপারিশ অনুযায়ীই করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। রাজভবনের মতে, রাজ্যপাল সংবিধান অনুযায়ী তাঁর কর্তব্যপালন করছেন এবং শিষ্টাচার মেনে চলছেন। সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী কোন বিলের ক্ষেত্রে সম্মতি, কোন বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় পাঠানো হবে বা কোনটি ফেরত পাঠানো হবে, তা নির্ধারিত হয়। রাজভবনের এই বিবৃতির পর বিধানসভার অধ্যক্ষ বা রাজ্য সরকারের তরফে কোনও নতুন প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

সম্পাদকীয়

জাল ওষুধ খেয়ে রোগীর মৃত্যু হলে কেন সেই ওষুধ কোম্পানির বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা যাবে না

সম্প্রতি 'সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' (সিডিএসসিও) সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গত তিন মাসে প্রায় ৩০০টি ওষুধ গুণমানের পরীক্ষায় ফেল করেছে। অধিকাংশ ওষুধই খুব প্রয়োজনীয়। যার মধ্যে এই রাজ্যে একাধিক সংস্থার তৈরি বেশ কিছু ওষুধও আছে। মানুষ ওষুধ খান রোগ নিরাময়ের জন্য। কিন্তু নিম্নমানের, জাল ওষুধ খেলে তাঁরা কী করে রোগ মুক্ত হবেন? চিকিৎসকদের কথা অনুযায়ী, নিম্নমানের ওষুধ খেলে রোগীর রোগ তো সারবেই না, উপরন্তু বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা আছে। মৃত্যুও ঘটতে পারে। ওষুধ গরিব, বড়লোক সবাই সেবন করে থাকেন। বিশেষত গরিব মানুষ অনেক কষ্টে অর্থ জোগাড় করে ওষুধ খান। কিন্তু তাঁরা ওষুধে রোগমুক্ত না হলে চিন্তার বিষয়। সাধারণ মানুষ জানেন না কোন ওষুধ নিম্নমানের, কোনটি জাল। তাই ওষুধের উপর সরকারের ১০০ শতাংশ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত। ওষুধের কারখানা থেকেই সরকারি নজরদারির মাধ্যমে ওষুধে ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর জাল ওষুধ বা নিম্নমানের ওষুধের প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা সবাইকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি। জাল ওষুধ খেয়ে যদি রোগীর মৃত্যু ঘটে, অথবা রোগ না সারে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কেন খুনের মামলা রুজু করা হবে না?

শব্দবাণ-২৪৪

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. ফুলের কুঁড়ি ৫. কণিকা ৬. বংশের প্রথা ৭. তির, শর ৮. গর্ত ১০. পদ্মের মতো হাত।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মাথার উপরিভাগ, করোটি ২. সম্পাদক ৩. বিরামচিহ্নবিশেষ, পাদচ্ছেদ ৪. যে জলরাশি থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ৯. তফাত, ব্যবধান ১১. লক্ষ্মী।

সমাধান: শব্দবাণ-২৪৩

পাশাপাশি: ১. কোঙর ৩. অদন ৫. লক্ষণ ৬. ফাউল ৭. আঁতাত ৯. খ্যামটা ১১. নিখিল ১২. কঙ্গুরা।

উপর-নীচ: ১. কোচল ২. রক্ষণ ৩. অজিফা ৪. নকুল ৭. আঁটুনি ৮. তবল ৯. খ্যাপক ১০. টায়রা।

জন্মদিন

আজকের দিন

যামিনী রায়

১৮৮৭ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রোহিনী হাত্তাঙ্গিনীর জন্মদিন।*

এসএসসিতে যোগ্যদের পাশে দাঁড়ানোর যজ্ঞে ভস্মে ঘি ঢালা তীব্র প্রতিযোগিতা!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিরোধীদের যোগ্যদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনও নির্ভেজাল নয়। তার মধ্যেও সরকারের দুর্নীতিকে আরও বেশি সামনে তুলে ধরার সদিচ্ছা বর্তমান। সেখানে যোগ্যদের এখনও আলাদা করা সম্ভব বা বাছাই করা যাবে'র ধারণাকে হাতিয়ার করে সরকারের সামনে সমস্যা সমাধানের নতুন প্রস্তাব রাখার সচেতন প্রয়াসের মধ্যেও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগঠিত দুর্নীতিকে নগ্ন করে তুলে ধরে সরকারের অস্তিত্বকে সংকটে ফেলে দেওয়ার ছকটি বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। শুধু তাই নয়, তা সরকারের কাছে শাঁখের করাতের মতো, প্রস্তাবটি মেনে নিলেও বিপদ, আবার অমান্য করলেও সংকট। সরকারের সদিচ্ছার অভাবই তখন বিরোধীদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সরকারের যোগ্যদের চাকরি বাঁচানোর দায়বদ্ধতা যতই উচ্চস্বরে ধ্বনিত হোক তাতে বিশ্বাসের আলো পথ দেখাতে পারছে না। শুধু তাই নয়, সেখানে সরকারের যোগ্য শিক্ষকদের ভলিয়েন্টারি সার্ভিস দেওয়ার বিকল্প প্রস্তাবও তীব্র সমালোচিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে আবার মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে রায়ের পুনর্বিবেচনার উপরে ভরসা করার আশ্বাসেও যোগ্যদের চাকরি ফিরে পাওয়ার বিশ্বাস ফিরে না পাওয়ায় তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

অনেকদিন ধরেই এক লটে প্রায় ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল নিয়ে গোটা রাজ্যেজুড়ে অনিশ্চয়তার চাপা আতঙ্ক জেগে ছিল। সেখানে ৩ এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ে ২০১৬-র এসএসসি'র ২৫৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পুরো প্যানেল বাতিল হওয়ার পর অনেকেরই মনে হয়েছিল রাজ্যে তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দেবে, সরকারবিরোধী আন্দোলন আছড়ে পড়বে, চাকরিহারাদের বেলাগাম প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করবে। বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগে তীব্র বিস্ফোরণের অপেক্ষার মতো তীব্র কৌতূহলী মানুষের মনে ছিল তীব্র উৎকণ্ঠা। অথচ তার পরিচয়ের অভাব অনেকেই নিরাশ করেছে। বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের পালে প্রবল হাওয়া লাগার আগেই বিপদ বুঝে সরকার ও শাসকদলের অতি সক্রিয় উদ্যোগ গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যোগ্যদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাসের পাশাপাশি অযোগ্যদেরও আশ্বস্ত করার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বানভাসি মানুষের কাঠখড় ধরে বেঁচে থাকার মরীয়া চেষ্টার মতো যোগ্য চাকরিহারাদের নির্মম পরিণতিতে সেই ঘনঘোর প্রতিবাদী মেঘে বিদ্যুৎঝলক দেখা দিয়েও প্রত্যাশিত ভয়ঙ্কর কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টি এখনও দেখা দেয়নি। শরতে অকাল মেঘের মতোই তাতে বৃষ্টি না হলেও সপ্তাহ জুড়ে ঝড় বয়ে চলেছে। সেখানে যোগ্যদের চাকরি বাঁচানোর জন্য প্রায় সব দলের মধ্যেই তীব্র সদিচ্ছা থেকে পাশে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সেখানে যোগ্যদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সেভাবে শোনা না গেলেও উল্টে চাকরি বাঁচানোর মরীয়া চেষ্টায় সরকারের পাশাপাশি বিরোধীদের কাছে আশ্রয়প্রার্থীর পরিচয় ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। সেই সুযোগে যোগ্যদের চাকরি বাঁচানোর প্রতিযোগিতায় যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সুযোগ্য প্রমাণের সক্রিয় প্রয়াস দেখা যাচ্ছে,তাও অভূতপূর্ব। সরকার যদি আগে থেকেই যোগ্যদের চাকরি বাঁচাতে তার আন্তরিকতায় সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করত বা হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দিত, তাহলে আজ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী হতে হত না,বা, শিক্ষাক্ষেত্রের অচলাবস্থার জল এতদূর গড়াত না। অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার মধ্যেও পালে হাওয়া পাওয়ার রাজনৈতিক সমীকরণ লক্ষণীয়। এতদিন শুধু যোগ্যদের পাশে থাকার আশ্বাস বা সরকারে এলে যোগ্যদের চাকরির প্রতিশ্রুতিই ছিল বিরোধী দলগুলির মূলধন। সেখানে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অতিদ্রুত যোগ্যদের পাশে থাকার তৎপরতার মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার সদিচ্ছায় সেই মূলধন সুদেআসলে অনেক গুণ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেখানে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগঠিত দুর্নীতিতে এ রকম বিপুল সংখ্যক চাকরি বাতিলে যোগ্যদের জীবনের দুর্যোগই সরকারবিরোধী দলগুলোর কাছে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। হাতে গরম টাটকা প্রমাণের নজির যাতে কোনওভাবেই ঠান্ডা হয়ে না যায়,তার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার আন্তরিক আয়োজনে বিরোধী দলগুলির সক্রিয় ভূমিকা আপনাতেই প্রকাশমুখর। সেক্ষেত্রে যোগ্যদের তালিকা তুলে দিয়ে তাঁদের চাকরি বাঁচানোর দাবিতে সরকারবিরোধী জোরালো বক্তব্যে বারবার সরকারের দুর্নীতিকে তুলোধোনা করে তার ক্ষমতায় থাকার অধিকারহীনতা থেকে অযোগ্যতার কথা উঠে আসে। সেদিক থেকে চাকরি হারানো নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জনমানসে যে তীব্র অসন্তোষ জেগে উঠেছে,তা সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইছে না। সেক্ষেত্রে যোগ্যদের পাশে দাঁড়ানোর যজ্ঞে সকলের মধ্যে ঘি ঢালার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অথচ তার অনিশ্চিত পরিণতি নিয়ে এখনও কোন্ও আলোর রেখা না দেখা দেওয়ায় সেই যজ্ঞের সাফল্য নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

আসলে যোগ্যদের পাশে দাঁড়ানোর সাধু উদ্যোগের মধ্যেই বহুমুখী উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনাও বর্তমান। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিপুল সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর চাকরি বাতিল হওয়ার পরেই জনমানসে বিপুল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নেওয়া থেকে দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার সযত্ন প্রয়াস অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে বিপদ বুঝে সরকারের যোগ্যদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা থেকে পরবর্তীতে অযোগ্যদেরও দেখার আশ্বাসে ভারসাম্য বজায় রাখার মরীয়া প্রয়াসে তার আসল লক্ষ্যও গোপন থাকেনি। সেক্ষেত্রে যে অযোগ্যদের চাকরির মাশুলে যোগ্যদেরও চাকরি হারাতে হয়েছে,সেই অযোগ্যদের দেখার বার্তাতেই সরকারের মনোভাব বুঝে নিতে কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন হয় না।

অন্যদিকে বিরোধীদের যোগ্যদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনও নির্ভেজাল নয়। তার মধ্যেও সরকারের দুর্নীতিকে আরও বেশি সামনে তুলে ধরার সদিচ্ছা বর্তমান। সেখানে যোগ্যদের এখনও আলাদা করা সম্ভব বা বাছাই করা যাবে'র ধারণাকে হাতিয়ার করে সরকারের সামনে সমস্যা সমাধানের নতুন প্রস্তাব রাখার সচেতন প্রয়াসের মধ্যেও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগঠিত দুর্নীতিকে নগ্ন করে তুলে ধরে সরকারের অস্তিত্বকে সংকটে ফেলে দেওয়ার ছকটি বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। শুধু তাই নয়, তা সরকারের কাছে শাঁখের করাতের মতো, প্রস্তাবটি মেনে নিলেও বিপদ, আবার অমান্য করলেও সংকট। সরকারের সদিচ্ছার অভাবই তখন বিরোধীদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সরকারের যোগ্যদের চাকরি বাঁচানোর দায়বদ্ধতা যতই উচ্চস্বরে ধ্বনিত হোক তাতে বিশ্বাসের আলো পথ দেখাতে পারছে না। শুধু তাই নয়, সেখানে সরকারের যোগ্য শিক্ষকদের ভলিয়েন্টারি সার্ভিস দেওয়ার বিকল্প প্রস্তাবও তীব্র সমালোচিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে আবার মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে রায়ের পুনর্বিবেচনার উপরে ভরসা করার আশ্বাসেও যোগ্যদের চাকরি ফিরে পাওয়ার বিশ্বাস ফিরে না পাওয়ায় তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে বেতন বন্ধ না করার দাবি নিয়ে ৯ এপ্রিল ডিআই অফিসে গিয়ে যোগ্য নিরীহ শিক্ষকদের উপরে পুলিশের নির্মম দমনপীড়নের ছবি সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, রাজ্য জুড়ে তার তীব্র প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে যোগ্যদের তালিকা দিয়ে যোগ্য শিক্ষকের চাকরি বাঁচানোর দাবিতে বিরোধী দলগুলোর ঐক্যই সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। এতে যে সরকারের ভাবমূর্তি ক্রমশ কালিমালিপ্ত হচ্ছে এবং ছাব্বিশে নির্বাচনের পক্ষে অশনি সংকেত হয়ে উঠছে, তা বোঝার জন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষক হওয়ার প্রয়োজন হয় না। সেক্ষেত্রে সরকার ও সরকারবিরোধী দলগুলোর যোগ্যদের পাশে থাকার তীব্র প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যাশা জাগালেও তাতে সদুত্তর মেলানো দুরূহ।

আসলে যোগ্যদের চাকরি বাঁচানোর যজ্ঞ দেখে মনে হয়,সকলের সাধু উদ্যোগেই তা ফলপ্রসূ হতে শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু বিষয়টি তত সহজ নয়। যেখানে যোগ্যদের বাঁচানোতে সুযোগ্য প্রমাণের হাতছানি থাকে, সেখানে প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক। তার চেয়েও জোরালো হয়ে ওঠে অযোগ্য বা ব্যর্থতা প্রমাণের দুর্লভ সুযোগ যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দুর্লভ হাতছানি মেলে। অন্যদিকে যোগ্যদের চাকরি বাঁচানোর মাধ্যমে সরকারে ক্ষমতা ধরে রাখার শাসক দলের উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে যোগ্যদের চাকরি বাঁচানোয় কেউ ক্ষমতায়নের স্বপ্ন দেখে, কেউই ক্ষমতা ধরে রাখার রক্ষাকবচ খুঁজে নেয়। সেখানে যোগ্য-অযোগ্যের পার্থক্যের চেয়েও সরকার ও বিরোধীর মতপার্থক্য আরও প্রকট,আরও ব্যাপক। তার মাঝে যোগ্যদের অস্তিত্ব সংকট আরও বিপন্ন। কেননা তাঁদের চাকরি রক্ষাই এখন সরকারি ও বিরোধী দলের যজ্ঞের কাঠ বা খেলার বাজি। তাতে সকলের দৃষ্টিনিবদ্ধ হলেও লক্ষ্য থাকে নিজেদের স্বার্থপূরণে। যজ্ঞ করা বা খেলার প্রয়াসও সেখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকলের মধ্যেই যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রবণতাই সেখানে পাশে থাকার অত্যন্ত জরুরি প্রমাণে যোগ্যদের পাশে থাকার ছাড়পত্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দিকে যোগ্য-অযোগ্যদের পার্থক্যের বিষয়টি এমনিতে প্রমাণের অভাবে অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন,তার উপরে যোগ্যদের অযোগ্যবিরোধী প্রতিবাদও সেভাবে জোরালো ভাবে জনসমর্থন লাভ করেনি। অসংখ্য যোগ্য প্রার্থী বছরের পর আন্দোলন-অনশন, ধর্ণা, মিটিং মিছিল করেও যোগ্যতা প্রমাণের বাইরে থেকে গেছে। তার উপরে সকলের চাকরি টিকে গেলে যোগ্যরাও আর অযোগ্যদের বিরুদ্ধে সরকারের দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় হত না। সেখানে যোগ্যদের প্রতিবাদী আন্দোলনে নিজেদের নিরঙ্কুশ যোগ্যতাও সেভাবে জনমানসে তীব্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। সেক্ষেত্রে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির আধারেই যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি আবর্তিত হয়, ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য তা নিয়ে যোগ্যদের পাশে দাঁড়ানোর যজ্ঞ কতটা কার্যকরী হবে,তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা সেখানে যোগ্যদের পৃথকীকরণে অযোগ্যদের নিয়ে দুর্নীতির অকাট্য প্রমাণ হাতে দিয়ে সরকার তার অন্তর্জলী যাত্রাকে সুনিশ্চিত করবে না। অন্যদিকে সরকারের সহযোগিতা ছাড়া যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধীদের দাবি আন্দোলন জোরালো হলেও তা ফলপ্রসূ হতে পারে না। সেখানেও সরকারে এসে তা করার প্রতিশ্রুতিই একমাত্র সম্বল হাতে থাকে। সবদিক থেকেই যোগ্যদের পাশে দাঁড়ানোর যজ্ঞ যতই সরগরম হয়ে উঠুক না কেন,তার ফলাফলে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হলেও তা ভস্মে ঘি ঢালার ব্যর্থতাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক করে তোলে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এতো কান্না লুকিয়ে ছিল!

সুবল সরদার

আজ সকাল থেকে বিষাক্ত মারণ গ্যাসের মতো এক মর্মান্তিক, দুঃসংবাদ বাতাসে ছড়াচ্ছে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে এস.এস.সি র চাকরি প্রাপ্ত প্রায় ২৬০০০ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল। ২০২১ সালের ২৬ শে জুন কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলী এই কেসের রায়ে বলেছিলেন ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। তিনি সিবিআইকে আদেশ দিয়েছিলেন পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ তদন্ত করতে। রাজ্য সরকারের মতো সিবিআইও সঠিক তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়। তারা যোগ্য আর অযোগ্যের তালিকা জমা দিতে পারেনি। ও.এম.আর শীট নষ্ট করে সরকার দুর্নীতি চাপা দিতে চেয়েছিল। ঘুষের বিনিময়ে চাকরি। সরকারের ঘুষের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বেকার শিক্ষিত মেধা সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকাদের জীবন আজ বিপন্ন। তাদের আশা -আকাঙ্ক্ষা,মান সম্মান, ধনসম্পদ,সব স্বপ্নের সাক্ষাৎ সলিল সমাধি। জীবনটা এখন বিষময় বলে মনে হয়। স্মরণ থাকে ওই আদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে সরকার পক্ষ অ্যাপিল করে। জাস্টিস দেবাংশু বসাক এবং জাস্টিস শব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ সেই একই আদেশ বহাল রাখে। তারপর অনেক পথ অতিক্রম করে ২০২৫ এ সেকেন্ড এপ্রিল সুপ্রীমকোর্টও সেই একই আদেশ দান করে। এখন সব পথ বন্ধ। চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোন পথ নেই। চারদিকে চাপা কান্নায় বাতাস ভারি হচ্ছে।

এস.এস.সি প্রথম থেকেই দুর্নীতির পথ ধরে চলছিলো, সেগুলো বিভিন্ন সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছিল। অবশেষে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীমকোর্টের রায়ে বলে দিল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার কথা। পুরো প্যানেল বাতিল হয়।

রায়ে বলা হয় তিন মাসের মধ্যে পুঃনরায় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। যারা যোগ্য বলে দাবি করে এস.এস.সি র তালিকা জমা করেছে, বয়সের ছাড় দিয়ে সেই শিক্ষক শিক্ষিকা পুঃনরায় পরীক্ষায় বসতে পারবে (যদিও কোর্টের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই)। আর যারা দুর্নীতি করে চাকরি পেয়েছে তাদের চাকরি তো গেলোই এবং সেই সঙ্গে তারা বারো শতাংশ হারে সুদ সমেত এতো বছর ধরে যে বেতন পেয়েছে আসছিল তা ফেরত দেবে। প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখি এস.এস.সি কিংবা সিবিআই দু'জনে কেউ যোগ্য- অযোগ্য প্রার্থী পৃথক করতে পারেনি। তারা চাল থেকে কাঁকোর খুঁজতে ব্যর্থ হয়েছে। আমি মনে করি সেটা চেষ্টা করলে হয়তো পারতো কিন্তু পুকুরের মিঠে জল আর নদীর নোনা জল এক সাথে মিশে গেলে সেটা পৃথক করা যেমন কঠিন ঠিক তেমনি এখানে যোগ্য- অযোগ্য পৃথক করা সাধ্যেরও বাইরে ছিল। আসলে সরকার চেয়েছিল যোগ্যদের সঙ্গে অযোগ্যদের মিশিয়ে দিয়ে অযোগ্যদের বৈতরণী পার করে দিতে।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রথম থেকেই কোন স্বচ্ছতা ছিল না, কোনো সুনীতিও ছিল না। সুনীতি দুর্নীতির সঙ্গে মিশে সেও দুর্নীতি হয়েছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যারা জঘন্য ঘটনার জন্যে দায়ী তারা আদলতের বাইরে থেকে গেলো। কেবল অসহায়, বেকার, শিক্ষিত যুবক যুবতীরা বলির পাঁঠা হল। তাদের চোখের জলে যখন নদী বয়ে যায় তখন নেতা নেত্রীদের বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় দেখা যায়। সুপ্রীমকোর্টের রায়ে এতো কান্না লুকিয়ে ছিল! কালীঘাটের কণ্ঠ স্বর সেদিন ঠিক বলেছিল তার বাবুকে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই ছুঁতে পারে। রাজ্য সরকার, সিবিআই সব মনে হয় গোলক ধাঁধা। বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রীতা জীবনের পরমায়ু কে স্বপ্লায়ু করে দিয়েছে। রাজ্য সরকার সর্বত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর মতো কাজ করছে।

সমস্ত চিট ফান্ড থেকে শুরু করে সমস্ত ধরণের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতি সেই সাক্ষ্য দেয়। এরপর আছে টেট কেলাঙ্কারী। কী হবে আগামী দিনে কয়েক হাজার প্রাথমিক শিক্ষক -শিক্ষিকাদের ভাগ্য! আইনের তোয়াক্কা না করে সরকারের সর্বত্র খুল্লামখুল্লাম দুর্নীতি দেখে মনে হয় আমাদের রাজ্য এখন ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর কবলে আছে। বর্গী হাঙ্গামার মতো আমাদের জীবন, যৌবন, স্বপ্ন সব লুট হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের শবযাত্রা-দাহ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে স্কুল সার্ভিস কমিশনের শব নিয়ে মিছিল করলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার বিকালে পানাগড়ের সবজি মার্কেট থেকে শুরু হয় মিছিল। মিছিল পানাগড় স্টেশন সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে শেষ হয়। সেখানে পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্কুল সার্ভিস কমিশনের শব দাহ করেন বিজেপি কর্মীরা।

পাশাপশি এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগের দাবি জানান বিজেপি কর্মীরা। এদিন বিজেপির এই কর্মসূচিকে ঘিরে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে পুরাতন জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে পুরাতন জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

এদিন বিজেপির এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা, গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রশান্ত রায়, বিজেপি নেতা পঙ্কজ জয়সওয়াল, আনন্দ কুমার, অভিজিৎ চন্দ্র সহ অন্যান্যরা। রমন শর্মা বলেন, যে ভাবে চাকরি হারা আন্দোলনরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

একদিকে পুলিশ চাকরিহারাদের ওপর লাঠিচার্জ করছে কিন্তু যারা পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করেছে তাদের বেলায় হাত গুটিয়ে বসে থাকছে। এরই বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবার। মমতা বন্দোপাধ্যের উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করা। যে ভাবে পুলিশ চাকরিহারা দের উপর লাঠিচার্জ করেছে। আর যে ভাবে এই স্কুল সার্ভিস কমিশন দুর্নীতিতে ভোরে গেছে তাই তারা মনে করেন স্কুল সার্ভিস কমিশন মৃত। তাই তারা সেই কমিশনের শ্মশান যাত্রা করে শবদাহ করেন।

বোরো ধান তোলার আগে হাতির দলের তাণ্ডব, বন দপ্তরের গাফিলতি! ক্ষুব্ধ কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাত্রসায়ের: এ যেন ঠিক পাকা ধানে মই। বাঁকুড়া জেলা পাত্রসায়ের রেঞ্জের কুশদ্বীপ বিটের ডিহিলাপুর মৌজা এলাকায় প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বিঘা বোরো ধানের ওপর রাতভর তাণ্ডব লীলাচলায় হাতির দল। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কৃষি জমিতে।

জানা যায়, গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছিল ৬০ থেকে ৬২ টি হাতির একটি দল। দীর্ঘ ১১২ দিন বরজোড়া জঙ্গলে এই হাতিগুলি থাকার পর পুনরায় তারা মেদিনীপুরের জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তার আগে গতরাতে পাত্রসায়ের ব্লকের ডিহিলাপুর এলাকায় ৬০ থেকে ৬২টি হাতির একটি দল এলাকার ২৫০ থেকে ৩০০ বিঘা ধানজমির উপর রীতিমতো তাণ্ডব লীলা চালায়। নষ্ট হয় ধান। মাথায় হাত কৃষকদের। এলাকার কৃষকরা বোরো ধান চাষ করেছে জমিতে।

আর হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই এই ধান ঘরে তুলতেন কৃষকরা। কৃষকরা জানাচ্ছে মহাজনের কাছে ঋণ করে সর্বস্ব দিয়ে তারা ধান চাষ করেছে। কেউ কেউ আবার ভাগ চাষী

রয়েছে। এই অবস্থায় সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আগামী দিনে কী ভাবে তারা চাষ করবেন কী ভাবে মহাজনের ঋণ শোধ করবেন কী ভাবেই বা সংসার চালাবেন এই ভেবেই রাতের ঘুম উড়েছে তাদের।

কৃষকদের দাবি, অবিলম্বে কৃষি দপ্তর এসে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তবে এখনও পর্যন্ত কৃষি দপ্তরের কোন আধিকারিক এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে আসেনি। কৃষকদের আরও অভিযোগ, বন দপ্তর হাতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই হাতিগুলি তাদের নির্দিষ্ট রুট ছেড়ে কৃষি জমিতে চলে এসেছে। আর এইভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তারা।

লরির পিছনে মোটর বাইকের ধাক্কায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বুধবার গভীর রাতে মোটর বাইকে করে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারলে মোটর বাইকে থাকা দু'জনেই রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়া -বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত রাঙামাটি মোড়ের অদূরে। ঘটনায় দুই যুবকেরই মৃত্যু হয়। মৃত ওই দুই যুবকের নাম নিলময় তন্তুবাই (২০) ও বাপি তন্তুবাই (৩০)। দু'জনেরই বাড়ি পুরুলিয়ার পাড়া থানার অন্তর্গত চৌতালা ভাগাবাঁধ গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার গভীর রাতে মোটর বাইকে করে তারা যখন পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়ক দিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন ওই সময় রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত রাঙামাটির মোড়ের অদূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে তাদের মোটর বাইকটি ধাক্কা মারলে তারা রাস্তার ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে পড়ে। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ তাদের উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক বাপি তন্তুবাইকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আর গুরুতর আহত অপর যুবককে ওই হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করেন ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা। চিকিৎসা শুরুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।বৃহস্পতিবার সকালে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে দেহ দু'টি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

অস্বাভাবিক মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে 'অস্বাভাবিক' মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম দীপ বাউরি (১৯)। মৃতের বাড়ি তালডাংরা থানা এলাকার হাড়মাসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশাতড়া গ্রামে। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, বাড়িতে নিত্য অভাব, ভাইবোনের পড়াশোনার খরচ জোগানো আর বাড়ির হাল ফেরাতে গ্রামের আরও অনেকের সঙ্গে রাজস্থানের একটি মার্বেল কারখানায় কাজে যোগ দিয়েছিল বছর উনিশের দীপও। সেখানেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর। মঙ্গলবার দুপুরে কেশাতড়া গ্রামের বাড়িতে এই খবর আসা পরই শোকে মূহ্যমান কেশাতড়া বাউরী পাড়ার মানুষ। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী বুধবার গভীর রাতে পরিযায়ী ওই শ্রমিকের মৃতদেহ গ্রামে এসে পৌঁছেছে। মৃতের বাবা লক্ষীকান্ত বাউরি, প্রতিবেশী কালিপদ বাউরীরা বলেন, সংসারের অভাব ঘোচাতেই 'ভূমিহীন' পরিবারের ওই সদস্য উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না! এই অবস্থায় সরকারি সাহায্যের কাতর আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি রাস্তার শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পর পর তিনটি রাস্তার কাজের শুভ উদ্বোধন করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বিধানসভার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের ডিভিসি পাড়ায , পাণ্ডবেশ্বর হেলথ সেন্টার থেকে এক কিলোমিটার ডিভিসি পাড়া স্টার ক্লাব পর্যন্ত ৪৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৫২ টাকা এবং ছোটমুড়ি থেকে ঈঙ) স্কুল লিংক পর্যন্ত কুড়ি লক্ষ ৩৭ হাজার। অন্যদিকে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা বাসস্ট্যান্ড হইতে লাউদোহা শ্মশান ঘাট পর্যন্ত প্রায় ২.২ কিলোমিটার রাস্তার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৭ লক্ষ টাকার। এই কাজের শুভ উদ্বোধন হলো বৃহস্পতিবার ।

মূলত পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে এই কাজগুলি সম্পন্ন হবে। বিধায়ক বলেন, '২০২১ বিধানসভা ভোটে যখন প্রার্থী হয়েছিলাম, আমার একটাই মূল মন্ত্র ছিল উন্নয়নে এগিয়ে পাণ্ডবেশ্বর। পাণ্ডবেশ্বরের প্রত্যেকটি কোনায় কোনায় মানুষের প্রয়োজনে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য। তাই এই রাস্তাগুলির কাজ দীর্ঘদিন ধরে ব্যাহত ছিল,আমি কথা দিয়েছিলাম রাস্তাগুলি সংস্কার করে দেওয়া হবে। তাই কথামতো পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে আজ এই তিনটি কাজেরই উদ্বোধন হল।'

গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ ৫ জনের বিরুদ্ধে, গ্রেপ্তার ৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ ৫ জনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪ জন। মূল অভিযোগ থেকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি নদিয়ার নবদ্বীপের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রেল ঘুমটির ঘটনা। অভিযোগ গত ০২ তারিখ রাত ১২ টা নাগাদ নবদ্বীপ ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের এক গৃহবধূর বাড়িতে তার নিজের দেড় বছরের বাচ্চাকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ পাড়ারই কয়েকজন যুবক ঘরে ঢুকে সেই মহিলার শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। আর ধর্ষণের কথা পাঁচ ব্যক্তির ছবি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে ওই মহিলা। জানা যায়, নবদ্বীপ ঘুমটি এলাকায় পারার মধ্যেই দিনে রাতে চলে জুয়া খেলা ও মদের আসর। সেখানে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম করে অভিযুক্তরা। নবদ্বীপ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে মহিলা। মহিলার স্বামী কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকায় বাড়িতে স্ত্রী এবং মেয়ে একাই থাকতেন। আর সেই সুযোগে মহিলাকে ও ধর্ষণ করার অভিযোগ ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিচার চেয়ে বিক্ষোভে স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও এই পুরো ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই বুধবার রাতে নবদ্বীপ বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ইতিমধ্যেই অভিযোগকারীকে তার শারীরিক পরীক্ষা সহ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে গোপন জবানবন্দি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ঘটনার মূল মাথা, নীলচাঁদ দেবনাথকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

অতিরিক্ত হর্ন বাজানোর অভিযোগে স্কুল বাসচালককে মারধর-গালিগালাজে অভিযুক্ত ট্র্যাফিক কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপড়ার জিটি রোডে বেসরকারি স্কুল বাসে অতিরিক্ত হর্ন বাজানোর অভিযোগে চালককে মারধরের অভিযোগ কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিশ কনস্টেবলের, উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের।

স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ একটি বেসরকারি স্কুলের বাস যখন ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছিল সেই সময় উত্তরপাড়া কলেজ মোড়ে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বাসটি গলিতে ঢোকার জন্য হর্ন দিতে থাকে। ট্র্যাফিক কনস্টেবল বিরক্ত হয়ে ওই বাসের ড্রাইভারকে গালাগাল করতে থাকে। সেই সময় বাসের ড্রাইভার প্রতিবাদ করলে তার বাসটি উত্তরপাড়া গভর্মেন্ট স্কুলের সামনে নিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে নামিয়ে আনেন এবং ব্যাপক মারধর করেন ওই ট্র্যাফিক কনস্টেবল। পরবর্তী সময় বাস চালক অসুস্থ হয়ে পড়ায় ট্র্যাফিক পুলিশই উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ওই বাস চালককে ভর্তি করে চলে যায়। ঘটনার খবর পেয়েই বেসরকারি স্কুলের অন্যান্য সহকর্মী এবং শিক্ষকরা ছুটে আসেন উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। গোটা ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এর আগেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল উত্তরপাড়া ট্র্যাফিক গার্ডের এক অস্থায়ী হোম গার্ডের বিরুদ্ধে।

আহত বাসচালক সুরজিৎ পল্লে অভিযোগ করেন, এক অফিসারের উপস্থিতিতেই ওই ট্র্যাফিক কনস্টেবল তাঁকে ব্যাপক মারধর গালিগালাজ করেছেন। কিন্তু সেই সময় ওই

ট্রাফিকের অফিসার গোটা ঘটনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেও ট্রাফিক কনস্টেবলকে কোনও রকম ভাবে বাধা দেয়নি। পরবর্তী সময়ে গোটা ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে উত্তরপাড়া থানায়। প্রশ্ন উঠছে শহর উত্তরপাড়ার বুকে একজন ট্রাফিক কনস্টেবল এই ধরনের আচরণ করার সাহস কি করে পায়! শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর শৃঙ্খলায় কোথাও চিড় ধরছে নাকি অতিরিক্ত কাজের চাপে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত পুলিশকর্মীরাও? যদিও এই বিষয় চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তা জানান, 'আমাদের কাছে একটা খবর এসেছে এই ধরনের, রামনবমীর মিছিলের কারণে আমরা সকলেই ডিউটিতে ছিলাম,যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ আসে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কলকাতা ফুটবল লিগের খেলোয়াড় নির্বাচনে ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ফার্স্ট ডিভিশন কলকাতা ফুটবল লিগের জন্য খেলোয়াড় নির্বাচন হলো মেমারি খাঁড়ো ফুটবল মাঠে। ড্রিম ফুটবল অ্যাকাডেমি ও মেমারি খাঁড়ো যুবক সংঘের ব্যবস্থাপনায় ১০ ও ১১ এপ্রিল দু'দিনের খেলোয়াড় নির্বাচনী প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা উত্তরপল্লি মিলন সংঘ ফুটবল টিমের ম্যানেজার, প্রাক্তন খেলোয়াড় ও বর্তমানের কোচ সেখ সাবির আলি, ড্রিম ফুটবল অ্যাকাডেমির দুই কোচ পার্থ ঘোষ ও প্রমোদ ভট্টাচার্য।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাঁড়ো যুবক সংঘের সেখ সবুর উদ্দিন সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন মাঠে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৬০ জন খেলোয়াড় ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে দুই থেকে তিন জনকে কলকাতা ফুটবল লিগে খেলার জন্য নির্বাচন করা হবে বলে জানান, উত্তরপল্লি মিলন সংঘ ফুটবল টিমের ম্যানেজার। প্রাক্তন খেলোয়াড় সাবির আলি জানান, তারা চেষ্টা করবেন এই মাঠ থেকে আগামী দিনে উপযুক্ত খেলোয়াড় তৈরি করে কলকাতার প্রথম সারির টিমগুলিতে খেলার সুযোগ করে দিতে।

ফর্ম জি

রোসডেল ডেভলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
কলকাতায় রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনায় কার্যরত

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**রোসডেল ডেভলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AADCR0508E CIN : U45201WB2004PTC100084**
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	প্লট নং ৩, ব্লক ৩, রাজারহাট, নিউটাউন, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রদত্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রদত্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী — পরিমাণ: প্রদত্ত নয়; মূল্য (টাকায়): নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.rosedale@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.rosedale@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৬ এপ্রিল ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	৬ মে ২০২৫
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১১ মে ২০২৫
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২১ মে ২০২৫
১৪	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২১ মে ২০২৫
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২০ জুন ২০২৫
১৬	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.rosedale@gmail.com

নীতিন দাগা
প্রস্তাব পেশাদার
রোসডেল ডেভলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড-বিষয় সম্পর্কিত
(সিআইআরপি পুনরায় চালু হবে উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ তারিখ ০৩.০৪.২০২৫)
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P02213/2020-21/13405
আরপি-র নথিভুক্ত এবং যোগাযোগের ঠিকানা :
পি - ৬৮, সেক্টর এ, মেট্রোপলিটান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড থানা - প্রগতি ময়দান, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৫
তারিখ : ১১ এপ্রিল ২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

জে এইচ ভি সুগার লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**জে এইচ ভি সুগার লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১১.১১.১৯৯৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U15421WB1997PLC085863
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	কমলালয়া সেন্টার, ১৫৬-এ, লেনিন সরণি, রুম নং ২১২, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৭ এপ্রিল ২০২৫ (সিআইআরপি নির্দেশ গৃহীত ৮ এপ্রিল ২০২৫)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	৪ অক্টোবর ২০২৫
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**অলোক কুমার আগরওয়াল আইবিবিআই রেজি. নং** IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	৬০৫, সানসিটি বিজনেস টাওয়ার, গলফ কোর্স রোড, সেক্টর ৫৪, গুরগাঁও, হরিয়ানা - ১২২০০২ alok@insolvencyservices.in
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সি-১০০, ব্লক - সি, সেক্টর ২, নয়ডা, উত্তরপ্রদেশ - ২০১৩০১ jhvsugar@ibcprocess.in
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২১ এপ্রিল ২০২৫
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়, এর শ্রেণি চিহ্নিত করা যায়নি
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়, এর শ্রেণি চিহ্নিত করা যায়নি
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ (কোর্ট - ১) নির্দেশ দিয়েছে **জে এইচ ভি সুগার লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারখি ৭ এপ্রিল ২০২৫ (নির্দেশ গৃহীত ৮ এপ্রিল ২০২৫)
জে এইচ ভি সুগার লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যে সকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ-প্রযোজ্য নয়।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অলোক কুমার আগরওয়াল
জে এইচ ভি সুগার লিমিটেড-অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137
এএফএ বৈধ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
আইবিবিআই রেজি. ঠিকানা/ইমেল : ৬০৫, সানসিটি বিজনেস টাওয়ার, গলফ কোর্স রোড, সেক্টর ৫৪ গুরগাঁও, হরিয়ানা - ১২২০০২/alok@insolvencyservices.in
যোগাযোগের ঠিকানা/ইমেল : সি-১০০, সেক্টর ২, ব্লক সি, নয়ডা, ইউপি-২০১৩০১/jhvsugar@ibcprocess.in
তারিখ : ১১.০৪.২০২৫
স্থান : গুরুগ্রাম

BHAWNIPUR S.K.U.S. LTD.
Bhawanipur :: Shyampur :: Tarakeswar :: Hooghly :: 712410

Notice Inviting e-Tender

e-Tender hereby invited by undersigned vide **Memo No. 003/BKUS/ 2025-2026, e-Tender No. 03/BKUS/2025-26, Dated : 09.04.2025** for Proposed **"Extra work (Second Phase) Column, Beam, R.C.C. work etc. with proposed first floor and repairing and maintenance of Bhawnipur SKUS"** under Own Fund. Bid Submission Start Date (Online) : **09.04.2025.** Bid Submission Closing Date (Online) : **14.04.2025 up to 12.00 P.M.** Technical Bid Opening Date (Online) : **16.04.2025 at 12.00 P.M.** For details visit Office of the undersigned & www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman Bhawanipur S.K.U.S. Ltd.
Sd/- Secretary Bhawanipur S.K.U.S. Ltd.

বালিগোড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি নং- ৫৮, তারিখ- ২৯.০৬.১৯৫৩
মির্জাপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক ও সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচক বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার, হুগলী রেঞ্জ এর আদেশ নং-৮৩২, তারিখ ২৬.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীদ্বয় যথাক্রমে সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার বালিগোড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে এই বিজ্ঞপ্তির সাথে খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হলো যাহা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ওই নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/ সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যর কোন বক্তব্য থাকলে দাবি/অভিযোগের স্বপক্ষে তথ্য প্রমাণাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা লিখিতভাবে ১০.০৪.২০২৫ থেকে ২২.০৪.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোনো কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে প্রাপ্তিস্বীকার স্বাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত সকল দাবি/ অভিযোগের উপর আগামী ২৩.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বালিগোড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর দ্বারা সমিতির অফিসঘরে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ২৪.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ২টার সময় সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

স্বা /- রাফসান জানি মোল্লা
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বালিগোড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

তারিখ ঃ ০৯.০৪.২০২৫
স্থান ঃ মির্জাপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.০৪.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৯.০৪.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১,৮৬,২৫,৫০৭.০০ টাকা (এক কোটি ছিয়াশি লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশ সাত টাকা) ৩০.১১.২০১৮ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ সহ** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ইগনাইট ট্রেডিং প্রা. লি. ডিরেক্টর : শ্রী সঞ্জয় সরকার ঠিকানা** - ৮৭/বি, কাশীপুর রোড, ব্লক জি, ফ্ল্যাট - ২৬, কলকাতা, পিন - ৭০০০০২, পশ্চিমবঙ্গ **এবং শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস** কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১: সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং এ , ৫মতলে, জি-৪ তলা ভবনে , প্রেমিসেস নং ১৮/৪ অক্রুর দত্ত লেন,থানা : মুচিপাড়া, ওয়ার্ড নং ৫১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা : ৭০০০১২৫ (এসবিইউএ ৭৪৫ বর্গফুট আনুমানিক), এবং সংশ্লিষ্ট সকল সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, এমনকী সকলের ব্যবহারের চলার পথ,প্রবেশ পথ, ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট লিজ মেয়াদের সীমা পর্যন্ত লিজ দলিল নং ১৩৮ তারিখ ০৫.০১.২০১২ সম্পত্তি সঞ্জয় সরকারের নামে। **(সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৫১৭১০১২০)।**

সম্পত্তি ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং বি, ৫ম তলে, (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) জি-৪ তলা ভবনে প্রেমিসেস নং ১৮/৪ অক্রুর দত্ত লেন, থানা : মুচিপাড়া, ওয়ার্ড নং ৫১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা : ৭০০০১২৫ (এসবিইউএ ১০০৬ বর্গফুট আনুমানিক), এবং সংশ্লিষ্ট সকল সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, এমনকী সকলের ব্যবহারের চলার পথ,প্রবেশ পথ, ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট লিজ মেয়াদের সীমা পর্যন্ত লিজ দলিল নং ১৩৮ তারিখ ০৫.০১.২০১২ সম্পত্তি সঞ্জয় সরকারের নামে। **(সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৮৭৮৫৬৭৫৩৫৯০৮)।**

চৌহদ্দি : উত্তরে : অক্রুর দত্ত লেন; দক্ষিণে : অংশ প্রেমিসেস নং ১৮/৪, অক্রুর দত্ত লেন; পূর্বে : রাজেন্দ্র দত্ত লেন; পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১৯, অক্রুর দত্ত লেন।

সম্পত্তি ১ : সংরক্ষিত মূল্য **১৮,৯৮,০০০.০০ টাকা** এবং বায়না জমা **১,৮৯,৮০০.০০ টাকা,** ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা।**
সম্পত্তি ২ : সংরক্ষিত মূল্য **২১,৩১,০০০.০০ টাকা** এবং বায়না জমা **২,১৩,১০০.০০ টাকা,** ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০৪.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৭৪৮৮৭০৪৩৮

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১১.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বাড়িতে ছেড়ে দেওয়ার নাম করে রিসোর্টে তুলে নিয়ে গিয়ে যুবতীকে গণধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রিসোর্টে ১০ ঘণ্টা আটকে রেখে গণধর্ষণের অভিযোগ। এমনকী ধর্ষণের মুহূর্তের ভিডিও ছবি মোবাইলে তুলে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ নির্যাতিতার। ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বসিরহাট থানা এলাকায় বছর ২৪ এর যুবতী বুধবার দুপুরে ব্যাংকের টাকা তোলার প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হয়। সেখানে কাজ মিটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পাশের গ্রামের পরিচিত এক যুবক চারচাকা গাড়ি নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তাকে বলে আমি তোমাদের বাড়ির দিকেই যাব, গাড়িতে ওঠো তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দেব। মেয়েটিও পরিচিত ব্যক্তি দেখে বিশ্বাসে গাড়িতে উঠে যায়। গাড়িতে ওঠার পর মেয়েটি দেখে গাড়িতে আরও এক ব্যক্তি এবং ড্রাইভার সহ মোট তিনজন গাড়িতে উপস্থিত আছে। এরপর গাড়ি কিছুদূর আসার পরে অন্য রাস্তা দিয়ে চলা শুরু করলে মেয়েটি বিপদ বুঝতে পেরে চিৎকার করে। কিন্তু একেতেই গ্রাম্য এলাকা তার উপর ভরা দুপুর রাস্তাঘাট ফাঁকা এবং গাড়ির সব কাচ আটকানো থাকায় পথ চলতি মানুষ কেউ বুঝতে পারেনি। এরপর মেয়েটিকে একটি রিসোর্টে নিয়ে যায় ওই তিনজন এবং মেয়েটি যেতে না চাওয়ায় মেয়েটিকে মারধর করে এবং মেয়েটি সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে বলে দাবি। এরপর মেয়েটিকে ওই রিসোর্টের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে এবং সেই মুহূর্তের ছবি মোবাইল ক্যামেরায় বন্দিও করা হয়। এরপর মেয়েটিকে রাতে রিসোর্ট এর আশেপাশে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় ওই যুবকরা। মেয়েটি দু-একজন পথ চলতি মানুষকে দেখে তাদের কাছে সাহায্য চায়। তাদের সাহায্যেই বাড়িতে খবর দেওয়াতে বাড়ির এবং গ্রামের লোকজন এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। প্রথমে মেয়েটিকে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসনাবাদ থানায় নিয়ে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে হাসনাবাদ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

জমির বদলে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, অভিযুক্ত পঞ্চায়েত উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে এবার ডবল চাকরি চুরির অভিযোগ করল ভূমিদাতারা। চুক্তিভঙ্গ করে অন্যদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্ত উপপ্রধানের। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের সন্দেশখালির হাটগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডবল চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন। অথচ তাঁর রাজ্যের এবং তাঁর দলেরই উপপ্রধানের বিরুদ্ধে উঠল ডবল চাকরি চুরি করার অভিযোগ। অভিযোগ করলেন পিএইচই দপ্তরে দান করা ভূমিদাতা আশুতোষ মণ্ডল এবং নাজিমুল শেখ। চাকরির দাবিতে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হাটগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই দুই ভূমিদাতা আশুতোষ মণ্ডল এবং নাজিমুল শেখ। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর অর্থাৎ পিএইচই দপ্তরে গত বছর তিনেক আগে জলের রিজার্ভার ট্যাংক তৈরি করার জন্য দুই ভূমিদাতা দুই বিঘা জমি দান করেছিল। সেই সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন যে সমস্ত ভূমিদাতা এক বিঘা করে জমিদান করবেন তাদের দুটি করে চাকরি দেওয়া হবে। সেইমতো তাদের জমি নেওয়ার পর জলের রিজার্ভার ট্যাংক তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু চাকরি দেওয়া হয়েছে ওই দুই পরিবারের একজনকে। আর একটা চাকরি ভূমি দাতাদের না দিয়ে এই হাটগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল কাদের মোল্লা তার ছেলে আজহারউদ্দিন মোল্লা ও তার এক অনুগামীকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। সন্দেশখালি বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের একেবারেই ঘনিষ্ঠ এই আব্দুল কাদের মোল্লা, তার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ। অবিলম্বে তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক না হলে চুক্তি অনুযায়ী দুটো করে চাকরি দেওয়া হোক। তাদের চাকরির বদলে কেন উপপ্রধানের ছেলে ও তার অনুগামী চাকরি করবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এই হাটগাছি এলাকার দুই ভূমিদাতা।

মহানন্দা নদীর চর থেকে বালি চুরির অভিযোগে অভিযান, আটক ট্রাক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেআইনিভাবে মহানন্দা নদীর চর থেকে বালি চুরির অভিযোগে অভিযান চালাল জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সকালে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে মালদার সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং সহ প্রশাসনের কর্তারা এই অভিযানের সামিল হয়। অভিযানের সময় কয়েকটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করেছে পুলিশ। যদিও বেআইনিভাবে এই বালি পাচারের ঘটনায় শীস মহম্মদ এক কারবারিকে ধরতে পারেনি পুলিশ। অভিযানের আগাম খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

এদিন সকালে ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর এলাকার মহানন্দা নদীর ঘাটে বেআইনি বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়পুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই প্রকাশ্যে চলছিল বালি লুটের কারবার। দিনভর নদীতে দাপিয়ে বেরাচ্ছিল জেসিবি আর ট্রাক্টর। সবমিলিয়ে দৈনিক বিপুল টাকার কারবার চলার অভিযোগ ওঠে। যদুপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর এলাকায় স্থানীয়ভাবে মহানন্দার ঘাটটি মেলা ঘাট নামে পরিচিত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে নদী বক্ষ থেকে জেসিবি দিয়ে তোলা হচ্ছে বালি। এরপর ট্রাক্টরে বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে জমা করা হচ্ছে খানিক দূরে প্রায় নির্জন এলাকায়। এখানে বিপুল পরিমাণ বালির মজুত ভাণ্ডার দেখে সহজেই বোঝা সম্ভব কি বিপুল পরিমাণ বালি লুট হচ্ছে নদী থেকে। উচ্চমানের না হলেও এই ধুস বালির চাহিদা প্রচুর। নতুন বাড়ি তৈরির সময় ভিত থেকে রাস্তা নির্মাণ বহু ক্ষেত্রেই এই বালির ব্যবহার হয়। যা প্রতি ট্রলি পিছু সাতশো থেকে এক হাজার টাকা হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এদিন মালদার সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং জানিয়েছেন, বিভিন্ন স্তর থেকে রায়পুর এলাকার মহানন্দা নদীর চরের বালি পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা উঠে এসেছে। এই নদীর চরে বেআইনিভাবে বালিশ পাচারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার শীস মহম্মদ নামে একজন ব্যক্তির জড়িত রয়েছে বলেও জানতে পেরেছি। যদিও তাকে খোঁজ করে পাওয়া যায়নি। এদিন কয়েকটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক দেবাহুতি ইন্দ্র জানিয়েছেন, রাজস্ব ফাঁকি দিয়েই বেআইনিভাবে নদীর চরের বালি পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন প্রশাসনিকভাবে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জরিমানার পাশাপাশি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালনা স্টেশনের ডেভেলপমেন্টের কাজ পরিদর্শনে ইস্টার্ন রেলের জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: অমৃত ভারত প্রকল্পে কালনা স্টেশনের ডেভেলপমেন্টের কাজ পরিদর্শনে হাজির হলেন ইস্টার্ন রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর। বৃহস্পতিবার সকালে কালনা স্টেশনে তিনি নামেন, এরপর কালনা স্টেশনে হওয়া বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট এর কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি। পরিদর্শন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, দ্বিতীয় দফার কাজ জুনের মধ্যে শেষ হবে, পাশাপাশি তিনি আরও জানান, মেন কাজ অগস্টের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ফুট ওভার ব্রিজের কাজের জন্য কিছুটা সময় লাগবে বলে এদিন জানান তিনি। একই সঙ্গে রেলের জায়গায় বসবাসকারী বস্তিবাসীদের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি এই বিষয়ে কিছুই বলতে রাজি হননি। এরপর তিনি কাটোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ঙ্টপ্ঞ সহ রেলের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এদিনের এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন।

চাকরিহারা শিক্ষকদের পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে পথ অবরোধ আরামবাগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: চাকরিহারা শিক্ষকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামল আরামবাগ বিজেপি। বৃহস্পতিবার সকালে দৌলতপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় থেকে মিছিল সহকারে এসে পল্লিশ্রী মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি পথ অবরোধ করে বিজেপি। অবরোধের কারণে এদিন বেশ কিছুক্ষণ আরামবাগ-বর্ধমান ও আরামবাগ-বাঁকুড়া সহ মেদিনীপুর রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিজেপির এদিনের অবস্থান বিক্ষোভ থেকে স্লোগান ওঠে পুলিশ মন্ত্রী সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের। প্রচুর সংখ্যক বিজেপি নেতা কর্মীরা অবরোধে সামিল হয়েছিল। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা ও আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ। এছাড়াও ছিলেন পুর মণ্ডলের সভাপতি সুমন তিওয়ারি, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা অসিত কুন্ডু, কার্তিক দত্ত, সঞ্জিত হেলা, সুদেষ্ণা অধিকারী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। অবরোধ প্রসঙ্গে জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা জানান, আমরা সকলেই জানি কিভাবে অসৎ উপায় অবলম্বন করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। শিক্ষকরা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন সেইখানে গিয়ে যেভাবে তাদেরকে লাঠিচার্জ এবং মারা হয়েছে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। আমরা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলাজুড়ে জন্য ধিক্কার মিছিল করেছি, যাতে করে যোগ্য এবং অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। উপরন্ত যারা যোগ্য তাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে, যেভাবে মারধর করা হয়েছে তারি প্রতিবাদে আমরা পথে নেমেছি। এদিন অবরোধটি চলে প্রায় আধঘণ্টা ধরে। এরপর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিজেপি নেতৃত্ব। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে বিজেপি যেমন থাকবে ঠিক তেমনি আগামী দিনে তৃণমূল সরকারের দুনীতির বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলেও জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ জানান, যোগ্য এবং অযোগ্য যারা আছেন তাদের তালিকাটা শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ও তার প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। যোগ্য শিক্ষকদের পাশে বিজেপি ছিল, থাকবে। আমাদের একটাই স্লোগান দফা এক, দাবি এক, চোর মমতার পদত্যাগ।

চাকরিহারাদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আদালতের নির্দেশে বাতিল হয়েছে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল। যার জেরে চাকরিহারা হয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষিক শিক্ষিকা। এদিকে চাকরির দাবিতে রাজ্যজুড়ে চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আন্দোলনে নামলে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ। চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামে বিরোধীরা। সেইমতো বৃহস্পতিবার বিকালে বর্ধমানের কার্জন গেট চত্বরে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। যদিও এদিন বিজেপির এই কর্মসূচিকে ভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল বর্ধমান টাউন হল থেকে শুরু করে কার্জন গেট হয়ে বাদামতলা পর্যন্ত যায়। বিজেপির কর্মীরা পথ অবরোধ করে এবং রাস্তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল জ্বালালে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয় ও বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা সহ জেলা নেতৃত্ব। অভিজিৎবাবু বলেন, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে তারা আন্দোলনে নেমেছেন। যতদিন না যোগ্যরা চাকরি ফেরত পাচ্ছে ততদিন তাদের এই আন্দোলন চলবে। অন্যদিকে এদিন পুলিশ তাদের আন্দোলন ভঙ্গ করে দেওয়ার ঘটনায় তিনি বলেন, পুলিশ পুলিশের কাজ করেছে। কিন্তু তাদের আন্দোলন ও কর্মসূচি সফল হয়েছে। তাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় গেরুয়া পাঞ্জাবি-পাগড়ি-উত্তরীয় পরে কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চাঁপদানীতে রামনবমীর শোভাযাত্রা দেখতে উপস্থিত হন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গেরুয়া বসন পরিধান করলেন তৃণমূল সাংসদ। গেরুয়া পাঞ্জাবি, গেরুয়া পাগড়ি, গেরুয়া উত্তরীয়তে দেখা গেল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

শোভাযাত্রায় অংশ নিতে দেখা যায় তাঁকে। জয় শ্রীরাম ধ্বনিও দেন তিনি। হনুমান মন্দিরে আরতি করেন। সেখানেই রামনবমী উপলক্ষে লাড্ডু বিলি করেন তিনি। এর আগে ৬ এপ্রিল চাঁপদানীতেই এসে রামনবমী পালন করেছিলেন সাংসদ। বস্তুত, তৃণমূলের অন্দরের গৃহযুদ্ধ চলে আসে প্রকাশ্যে। যার জেরে অস্বস্তি তৈরি হয় দলের অন্দরে। সাংবাদিক বৈঠকে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক মহিলা সাংসদের সঙ্গে অশান্তির কথা বলেন। সেই কথা বলতে গিয়ে বিঁধে বসেন দলেরই প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়কে। উল্লেখ করেন নারদা কেসেরও। সরাসরি বললেন, 'সৌগত রায়ের নারদা কেসের জন্যই তো দলের ভাবমূর্তি অনেক নষ্ট হয়েছে।' পালটা কল্যাণের 'রুচিবোধ' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন সাংসদ সৌগত রায়।

সিসি ফুটেজ দেখে শনাক্ত চোর, আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সিসিটিভিতে লাইভ চুরির ঘটনা দেখে হাতেনাতে ধাওয়া করে চোরকে ধরল স্থানীয় বাসিন্দারা। এক গৃহবধূর চিৎকারে সাইকেল চুরি করতে গিয়ে পালানোর চেষ্টা চালায় অভিযুক্ত চোর। সেই সময় স্থানীয় মানুষ ওই মহিলার চিৎকার শুনে চোরকে ধাওয়া করে। তারপরেই হাতেনাতে তাকে ধরে বেঁধে রাখা হয় এলাকার একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে। চুরির অভিযোগে মারধর করা হয় তাকে। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি গভর্মেন্ট কলোনি এলাকায়। পরে পুলিশ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা অধীর ঘোষের বাড়ির সামনে

সাইকেল রাখা ছিল। এদিন রাতে সেখান থেকেই সাইকেল নিয়ে পালানোর সময় এলাকাবাসীরা ধরে ফেলে। অভিযুক্তের বাড়ি পুরাতন মালদা থানার তাঁতিপাড়া এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে ওই এলাকা থেকে প্রায় ১০টি সাইকেল চুরি হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজে চোরকে দেখা যাচ্ছে সাইকেল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এক যুবক। কিন্তু তাকে শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। এদিন রাতে এই সাইকেল চোর ধরা পড়ায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজের চোরের সঙ্গে চেহারা মিলে যায়। অভিযুক্ত যুবক শিকারও করে নেয় যে বিগত দিনে এলাকার সমস্ত সাইকেল চুরি করেছে।

সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর শ্যাম মণ্ডল জানিয়েছেন, বেশ কয়েকদিনে বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়ি থেকে ১০টি সাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। রামনবমীর দিনও একটি সাইকেল চুরি হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে চুরির ঘটনাগুলি উঠে এসেছে। এই দুষ্কৃতীরা নেশা করার উদ্দেশ্যে এসব অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

জীবিত মায়ের শ্রাদ্ধ করল ৪ বছরের শিশু সন্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনার দরখোলা এলাকায় জীবিত মায়ের শ্রাদ্ধ করল চার বছরের ছেলে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, রীতিমতো ব্রাহ্মণ ডেকে মাথা ন্যাড়া করে মায়ের ফটো সামনে রেখে শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ চলছে। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, ৬ এপ্রিল চার বছরের শিশুটিকে ফেলে তার মা পরকীয়া করে অন্য যুবকের সঙ্গে সংসার ছেড়ে চলে গেছে। শিশু ছেলেটি কান্নাকাটি করে মাকে খুঁজে বেরাচ্ছিল। মায়ের খোঁজ দিতে না পারায় শেষমেষ শিশুটির বাড়ির লোকজন তার মামার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আলোচনায় বসে ঠিক করেন, শিশুটিকে বলা হবে তার মা দুর্ঘটনায় মারা গেছে, সে আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না। দুর্ঘটনার বিষয়টি ভালোভাবে বোঝাতে শিশুটির সামনে তারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে শ্রাদ্ধ-শান্তি করারও সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো বৃহস্পতিবার দুপুরে পালিয়ে যাওয়া মায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয়।

মিছিল-পথসভা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সদ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশি আক্রমণের অভিযোগ তুলে 'ধিক্কার' মিছিল ও পথসভা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির। বৃহস্পতিবার ওই সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শহরের কলেজ মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। পরে ওই মিছিল মাচাতনলা- হেড পোস্ট অফিস- চার্চ মোড় ঘুরে কলেজ মোড়ে পৌঁছে এক সভায় বক্তব্য রাখেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুকুমার পাইন, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অস্মিতা দাশগুপ্ত, শিক্ষক নেতা আশিস পাণ্ডে প্রমুখ।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুকুমার পাইন বলেন, 'আমরা প্রথম দিন থেকে যোগ্য শিক্ষকদের পাশে আছি। 'জাতি গঠনের মেরুদণ্ড' শিক্ষকদের ওপর যে ভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' আর তারই প্রতিবাদে সারা রাজ্যের সর্বত্র তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন বলে তিনি জানান।

মহাবীর জয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ১০ এপ্রিল২৪ তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের অষ্টধাতুর মূর্তি নিয়ে শহর পরিক্রমার মাধ্যমে মহাবীর জয়ন্তী পালন জৈন মন্দির থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। জৈন ধর্মের মহান তীর্থভূমি পুরুলিয়া। এই অঞ্চলেই এক সময় জৈন ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল জৈন তীর্থঙ্করদের বাণী। জৈন ধর্মের শেষ অর্থাৎ ২৪ তম তীর্থঙ্কর মহাবীরের ২৬২৪ তম জন্ম জয়ন্তী সাড়ম্বরে পালন করল জৈন সমাজের মানুষজন। বৃহস্পতিবার সকালে পুরুলিয়া শহরের আমলাপাড়ায় অবস্থিত জৈন মন্দির থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে শোভাযাত্রা আবার পৌঁছয় মন্দিরে। সেখানে পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে সমাজের মানুষজন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে মনীষ কুমার জৈন জানান, ভগবান মহাবীরের ২৬২৪তম জন্মদিন সাড়ম্বরে পালন করা হল। তিনি আরও জানান, পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে সমস্ত জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে সেগুলি সংরক্ষণের জন্য অনেক মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও যত মূর্তি উদ্ধার হবে সেগুলি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আন্দোলনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সদ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামল বিজেপিও। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া শহরের পাঁচবাগা থেকে দলের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি ও বিধায়ক নীলাদ্রি শাখার নেতৃত্বে মিছিল করে এসে জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামের সামনে রাস্তার ওপর বসে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। সেখানেই পুলিশের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।

বাঁকুড়া জেলা বিজেপি সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি দাবি করে বলেন, 'দলদাস' পুলিশ চাকরী হারা শিক্ষকদের উপর 'অকথ্য অত্যাচার' করেছে। আর এখন 'চোরের মায়ের বড় গলা' শোনা যাচ্ছে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে তাঁরা রাজ্যজুড়েই আন্দোলনে নেমেছেন বলেও তিনি জানান।

রোগ মুক্তির 'বিশ্বাসে' শীতলা পুজো!

মাতৃ শক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মহিলা ঢাকির উপস্থিতিতে শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিগত বেশ কয়েক দশক আগে গ্রামে যখন কোনো মহামারি দেখা দিত, সেই সময় রোগ মুক্তির 'বিশ্বাস'-এ গ্রামের মানুষ মা শীতলার আরাধনায় মেতে উঠতেন। প্রাচীন রীতি মেনে তাই আজও হয়ে এসেছে গ্রামে মা শীতলার আরাধনা। অরণ্য ঘেরা জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত গোপীবল্লভপুরের আশুই গ্রামের শীতলা মায়ের পুজো এবার পদার্পণ করল ৭৫ তম বর্ষে। ৭৫ তম বর্ষপূর্তিতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্দিরে মায়ের পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। প্রাচীন রীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং মাতৃশক্তিকে শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যে এদিন ২০ জন

মহিলা ঢাকি সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, গ্রামবাসী ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। এদিন আশুই গ্রামের শীতলা মায়ের মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১১৮ জন মহিলা শোভাযাত্রা সহকারে সুবর্ণরেখা নদী থেকে জল এনে মূর্তি ও মন্দির শুদ্ধিকরণ করেন। তারপর একেবারে প্রাচীন প্রথা মেনে নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দু'দিনের নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী পাট গোপীবল্লভপুরের মহন্ত মহারাজ কৃষ্ণ কেশবানন্দ দেব গোস্বামী এবং গোপীবল্লভপুর থানার আইসি কার্তিক চন্দ্র রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা। এই মহাযজ্ঞ সম্পর্কে সনাতন দাস জানান, মন্দিরে মায়ের নিত্য পূজা প্রচলন রয়েছে। আগের শীতলা মায়ের পুরনো মন্দিরে নতুন পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। আগামী দিনেও মানুষের ধর্মীয় মেনে এই পুজো অনুষ্ঠিত হবে এটা মনে করেন গ্রামের মানুষ। বর্তমান ডিজিটাল যুগের প্রবেশ করেও প্রাচীন রীতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল আশুই গ্রামের শীতলা পূজা। তবে মহিলা ঢাকিদের নাচ ও ঢাক বাজানো ছিল আট থেকে আশি সকলের চোখে পড়ার মতো। আশুই গ্রামের বাসিন্দা কবিতা দাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসরা বলেন, ঢাকি বলতে মানুষ বুঝত একদল পুরুষ। কিন্তু ধারনা বদলাচ্ছে সমাজের। বৃত্ত ছেড়ে এগিয়ে আসছেন নারীরা। দেবী দুর্গার আরাধনা থেকে শুরু করে শীতলা ঠাকুর সহ বিভিন্ন পুজোয় ঢাক এখন বাগ মানছে তাদের হাতেও। বলা ভালো, চাহিদায় রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে নারীরা। স্বনির্ভর হওয়ার প্রশ্নে বিকল্প পেশা হিসেবে উঠে এসেছে ঢাক। বিগত কয়েক বছর বিভিন্ন রাজ্য থেকে বায়না পাচ্ছেন মহিলা ঢাকিরা।

ধোনির ক্যাপ্টেন্সি সবসময়ই মূল্যবান, মত সৌরভের

আজ চিপকে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে একই কম্বিনেশনে নামতে চায় কেকেআর

শম্ভুনাথ ভৌমিক

আজ চিপকে মহেন্দ্র সিং ধোনিদের বিরুদ্ধে জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া কেকেআর। কনুইয়ে চিড় ধরায় চেন্নাই দল থেকে রুতুরাজ গায়কোয়াড় ছিটকে যাওয়ায় কেকেআরের বিরুদ্ধে ফের ক্যাপ্টেন হিসাবে দায়িত্ব শুরু করবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। রুতুরাজ ছিটকে যাওয়ায় ব্যাটিংয়ে দুর্বল হলেও, ক্ষুরধার মস্তিষ্ক ধোনির ক্যাপ্টেন্সিরই মোকাবিলা করতে হবে অজিঙ্কা রাহানের ব্রিগেডকে। পরপর চার ম্যাচ হেরে ঘরের মাঠে জিততে মুখিয়ে থাকবে চেন্নাইও। এদিন এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আইপিএল নিয়ে নানা কথা বলেন। আইপিএলের প্লে-অফে কোন দল যেতে পারে? এমন প্রশ্নের উত্তরে সৌরভ বলেন, ‘এখনও বলার সময় আসেনি। তবে দিল্লি, পঞ্জাব, গুজরাট, আরসিবির মতো দলগুলো এখনও অবধি বেশ ভালো খেলছে।’ সেক্ষেত্রে কেকেআর বা চেন্নাইয়ের নাম করেননি তিনি। লখনউয়ের বিরুদ্ধে হারের পরই সৌরভ বলেছিলেন, ‘রিঙ্কু-রাসেল অত পরে কেন ব্যাট করতে নামবে? বলছি না, রামনদীপ সিং খারাপ ব্যাটার। ও-ও যথেষ্ট ভালো। কিন্তু তবু বলব, রিঙ্কুদের আর একটু আগে নামানো যেত।’ ইডেনের পিচ নিয়ে এদিন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এবারে

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এআই ভার্সন রিলিজ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আইপিএল নিয়ে মুখ খুললেন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি

ইডেনের পিচ নিয়ে সৌরভ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কেকেআর দল এটা ভালো বলতে পারবে। এদিন সৌরভ বললেন,এই বিষয়টি নিয়ে অজিঙ্ক রাহানেকে প্রশ্ন করুন।তবে এখনও পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি ম্যাচ হয়েছে, নটি ম্যাচ এখনো বাকি আছে। এদিকে মহেন্দ্র সিং ধোনি এখনও খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্যাপ্টেন্সিও করবেন। তা নিয়ে সৌরভ বলেন, ‘ধোনি এখনও ছক্কা মারতে পারেন। আমি ধোনির খেলা দেখেছি। তবে ধোনির এখন ৪৩ বছর বয়স, ২০০৫ সালের সঙ্গে তুলনা করলে হবে না। তবে তাঁর শটে এখনও পাওয়ার আছে। তিনি বড় শট খেলতে পারেন। আমি জানি না তিনি কেমন মানসিকতায় আছেন! ধোনি ভালো ব্যাটিং করছেন। ধোনির যে কোনও দলেই অধিনায়ক হওয়ার মূল দাবিবার। কারণ অধিনায়ক হিসাবে তাঁর প্রচুর সাফল্য রয়েছে।’ চিপকের উইকেট ঐতিহ্যগতভাবে স্পিন সহায়ক। এর ফলে ভূমিপুত্র বরুণ চক্রবর্তী এই ম্যাচে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে কেকেআরের ব্যাটার ভেঙ্কটেশ আইয়ার জানিয়েছেন, ‘চিপকের এই উইকেটে বরুণ সবসময়ই সেরা বিকল্প। এছাড়া এটা ওর ঘরের মাঠ, এর পাশাপাশি এই মাঠে অজিঙ্ক রাহানের খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মঈল আলিও এই দলের সদস্য ছিলেন । ওঁরও এই মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।’ একই দল খেলবে কিনা সে প্রসঙ্গে কেকেআরের সহ অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের কম্বিনেশন প্রায় একই রয়েছে। আমরা ভালই খেলছি। গত ম্যাচে আমরা মাত্র চার রানে হেরেছিলাম। এই ম্যাচে কম্বিনেশনে খুব একটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই’।

আইএসএল ফাইনালে টিকিটের হাহাকার

উন্মাদনায় ফুটছে শহর, সৌরভ বললেন যারা ভাল খেলবে তারা জিতবে

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

শনিবার ঘরের মাঠে খেতাবী লড়াই মোহনবাগানের। যুবভারতীতে প্রতিপক্ষ সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু। এই ম্যাচই সুনীলের যুবভারতীতে শেষ ম্যাচ হতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। বেঙ্গালুরু-মোহনবাগান দুই কঠিন প্রতিপক্ষের যুযুধান লড়াই দেখতে মুখিয়ে থাকবেন সমর্থকরা। টিকিট বিক্রির শুরু থেকেই টিকিটের হাহাকার চরমে। প্রথম দিনই সোল্ড আউট হয়ে যায় সব টিকিট। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কাকে সমর্থন করবেন এই ম্যাচে !এক অনুষ্ঠানে মহারাজ বলেন, ‘দুটো সেরা দল মুখোমুখি হচ্ছে। আমার মতে সেদিন যারা ভালো খেলবে তারা জিতবে। মোহনবাগানের আইএসএলে রেকর্ড অত্যন্ত ভালো। দুই দলের কর্ণধারই অত্যন্ত খুবই খেলা ভালোবাসেন। আশা করি ভালো ম্যাচ হবে।’ টেকনিক্যালি এই ম্যাচটা মোহনবাগানের হোম ম্যাচ নয়। প্রতিযোগিতার ফাইনাল হওয়ায় এই ম্যাচের আয়োজক এফএসডিএল। স্বাভাবিকভাবেই টিকিটের নিয়ন্ত্রণ করছে এফএসডিএলই। এই ম্যাচে মোহনবাগান ও বেঙ্গালুরুকে সমান সংখ্যক টিকিট দেবে তারা। যাতে মোহনবাগান সদস্যরা টিকিট পান তার জন্য মোহনবাগান ক্লাব থেকে এফএসডিএলের থেকে টিকিট কিনে নেওয়া হয়েছে। এই টিকিট সদস্যদের কিনতে হবে টাকা দিয়ে। শুক্রবার ক্লাব তাঁবু থেকেই সদস্যদে টিকিট দেওয়া শুরু হবে। সম্ভবত দুপুর ১টা থেকেই শুরু হতে পারে টিকিট দেওয়া।

শনিবার যুবভারতী কাঁপাতে প্রস্তুত সবুজ মেরুন সমর্থকরা। শুরু থেকেই আইএসএল ফাইনালের টিকিটের হাহাকার। - ফাইল ছবি

মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট মনে করছেন এই ম্যাচে গ্যালারি পূর্ণ থাকবে। যা ফাইনালে সহায়তা করে কামিন্সদের। যদিও গতবার ফাইনালে পৌঁছালেও মুম্বই সিটির বিরুদ্ধে জয় আসেনি। এবার আর সেই ভুল করতে চান না মোহনবাগান ফুটবলাররা। এই মরসুমে আইএসএলে এখনও পর্যন্ত ঘরের মাঠে অপরাজিত জেমি ম্যাকলারেনরা। শনিবার জিততে পারলে এই মরসুমে ডবল করার কৃতিত্বের অধিকারী হবেন তাঁরা। ফাইনালের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন মোহনবাগান ফুটবলাররা । দলের সকলেই উপস্থিত। কোচ মোলিনা ফুটবলারদের সতর্ক করে বলেছেন, বেঙ্গালুরু এফসি যথেষ্ট কঠিন প্রতিপক্ষ। তাই লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি হবে। তবে দলের ফুটবলারদের সম্পর্কে তিনি আত্মবিশ্বাসী এবং আস্থাশীল। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রমাণ করে ইতিমধ্যে নীল নকশা সাজানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন মোলিনা। জোড়া খেতাব জয়ে আত্মবিশ্বাসী সমর্থকরাও। তবে কোনওরকম ক্র্যাকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে যুবভারতীর এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে।

সিএবির মূলস্রোতে গ্রামাঞ্চলের ক্রিকেটারদের আনতেই উদ্যোগ অভিষেক ডালমিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ক্রিকেটের উন্নয়নকল্পে অভিষেক ডালমিয়া। ক্রিকেট প্রশাসনে প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার তিনি যে যোগ্য উত্তরসূরী, তা বোঝালেন তাঁর উদ্যোগে। বিগত কয়েকবছর ধরেই ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব (এনসিসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে টি২০ টুর্নামেন্ট। যার ফাইনালে দেখা গেল রোমাঞ্চকর সুপার ওভারের লড়াই।সিএবির ক্রিকেটে যারা জড়িত নন, কিন্তু গ্রামগঞ্জে চুটিয়ে ক্রিকেট খেলেন, সেই সব ছাই চাপা আগুন বের করে আনতেই অভিষেক ডালমিয়া সদা তত্পর থেকেছেন। সিএবির প্রশাসন যেমন দক্ষতার সঙ্গে সামলেছিলেন, তেমনই ছোট মাঠের খেলাতেও নজর রাখেন। তেমনই তিনি এনসিসি-কে পরিচালিত করে আসছেন। সিএবির ডিভিশন লিগে খেলেন না, যে সব জেলা সিএবির ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেটে অংশ নেন না, সেই সব জেলাকে নিয়েই অভিষেক ডালমিয়ার পরিকল্পনায় এনসিসি

এনসিসি টি২০ চ্যাম্পিয়ন দল পূর্ব মেদিনীপুর ড্রাগন দলে হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন (বাঁদিকে) আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া ও এনসিসি সভাপতি পবন ভালোটিয়া, (ডানদিকে) সিএবির যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস ও এনসিসি সচিব নীরজ কাজারিয়া।

আয়োজন করছে এই টুর্নামেন্টের। আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য ও প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়ার উদ্দেশ্য একটাই, যাতে বাংলার ক্রিকেটের প্রবেশদ্বারে ঢোকার সুযোগ পান সেইসব প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা। তাই প্রতিবছরই এনসিসি আয়োজন করে আসছে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট এই ক্রিকেট। টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ছিল রোমাঞ্চে ভরা। ফয়সালা করতে দেখা গেল

এনসিসির টি২০ টুর্নামেন্টে জয়ী পূর্ব মেদিনীপুর

সুপার ওভারের উত্তেজনাও। টুর্নামেন্টের ফাইনালে সুপার ওভারে ১৬ রান করে পূর্ব মেদিনীপুর। আলিপুরদুয়ার তোলে ৭ রান। আলিপুরদুয়ারকে সুপার ওভারে ৯ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পূর্ব মেদিনীপুর । প্রথমে আলিপুর থান্ডার্স ১৩০ রানেই অলআউট হয়ে যায়। জবাবে পূর্ব মেদিনীপুর ড্রাগনস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩০ রানই তোলে। এরপরই সুপার ওভারে ফয়সালা হয়। ফাইনালে সেরা ক্রিকেটার হন পূর্ব মেদিনীপুরের রোহিত মণ্ডল। যিনি ১৯ রানের পাশাপাশি নেন ২ উইকেট। ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব (এনসিসি) বীরভূমের এমজিআর স্পোর্টস একাডেমিতে এই টুর্নামেন্ট হয়। টুর্নামেন্টে বাংলার বিভিন্ন জেলার ৬টি দল অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে ছিল কালিম্পং ফ্যালকনস, দার্জিলিং আনস্টপবেলস, আলিপুরদুয়ার থান্ডারস, ঝাড়গ্রাম ফায়ারবোল্টস, পূর্ব মেদিনীপুর ড্রাগনস এবং কম্বাইন্ড অ্যাভেঞ্জার্স। এনসিসি’র এই টুর্নামেন্টে ১০ ম্যাচে ৪৯৬ রান করে সেরা ব্যাটার হন দার্জিলিং আনস্টপবেলসের নিলেশ রাই। ১২ ম্যাচে ২৬ উইকেট নিয়ে সেরা বোলার হন আলিপুরদুয়ার থান্ডারসের দেবীপ্রসাদ রায়, ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হন আলিপুরদুয়ার থান্ডারসেরই দেবীপ্রসাদ রায়।

জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবুতে হয়ে গেল ঈদ উপলক্ষে মিলন উৎসব। হাজির ছিলেন আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ও সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সহ বাকি কর্তারা। উদ্যোক্তা আইএফএর সহ সচিব মহঃ জামাল।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বিহার বজ্রপাতে মৃত ১৯, ব্যাপক ক্ষতি ফসলের

পাটনা, ১০ এপ্রিল: বিহারে ঝড়ের তাণ্ডব। ঘন ঘন বজ্রপাতে গত ৪৮ ঘণ্টায় একাধিক জেলায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। এছাড়াও ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলের। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন।

বজ্রপাতের পাশাপাশি তীব্র বেগের বাতাস এবং শিলাবৃষ্টির কারণে ফসলের ক্ষতি হয়েছে, ব্যাহত হয়েছে সাধারণ জনজীবন। বেগুসরাই ও দ্বারভাঙ্গা জেলায় ৫ জন করে মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতে। মধুবনীতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাহারসায় ২ জন এবং সমস্তিপুরে ২ জনের প্রাণ গিয়েছে। একজন করে মারা গিয়েছেন লাখিসরাই ও গয়াতে।

শিলাবৃষ্টি ও ঝোড়ো বাতাসের কারণে একাধিক জেলায় রবি ফসলের ক্ষতি হয়েছে। খবর আসছে দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, মধুবনী, মুজাফ্ফরপুর, সীতামারি, শিবহর এবং পূর্ব চম্পারনে গম, আম ও লিচুর বিরাট ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। মাথায় হাত পড়েছে স্থানীয় চাষিদের। তাঁরা জানাচ্ছেন, কয়েক সপ্তাহ পরে ঘরে ফসল তোলার কথা ছিল। তার আগেই বিপর্যয় ঘটল।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন। জেলা প্রশাসন ফসলের ক্ষতির হিসাব শুরু করছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সাহায্য করবে সরকার। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ১২ এপ্রিল পর্যন্ত দুর্যোগ চলবে বিহারে।

লালকেল্লা, জামা মসজিদে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল: বৃহস্পতিবার আচমকাই বোমাতঙ্ক ছড়ায় লালকেল্লা, জামা মসজিদের মতো দিল্লির একাধিক দর্শনীয় স্থানে। দিল্লির দমকল বিভাগ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই শোনা যায়, বোমা রাখা আছে এই দুই ঐতিহাসিক স্থাপত্যে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। উল্লেখ্য, আমেরিকা থেকে বৃহস্পতিবারই ভারতে ফিরেছেন মুম্বই হামলার মূলচক্রী তাহাউর রানা।

দিল্লির দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা বেজে ৩ মিনিটে তাঁদের কাছে ফোন আসে। সেখানে বলা হয়, লালকেল্লা এবং জামা মসজিদ চত্বরে বোমা রাখা রয়েছে। ফোন পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে দুই ঐতিহাসিক স্থাপত্যে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। একটি দমকলের ইঞ্জিনও নিয়ে গিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। তবে আতঙ্ক ছড়ালেও শেষ পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু মেলেনি ওই দুই জায়গা থেকে। কিন্তু কারা ফোন করে বোমাতঙ্ক ছড়াল, তা এখনও অজানা।

কমার্শিয়াল রেফ্রিজারেশনের চাহিদা মেটাবে ব্লু-স্টার

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল: ২০২৫ সালের গ্রীষ্মের জন্য নতুন রেঞ্জের রেফ্রিজারেশন প্রোডাক্ট নিয়ে বাজারে হাজির ব্লু-স্টার। বুধবার ছিল এই নতুন প্রোডাক্টের কথা ঘোষণা করা হয়ে সংস্থার তরফে। এই প্রচন্ড গরমে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রেফ্রিজারেট করে রাখতে এই বিশেষ রেফ্রিজারেটরটি তৈরি করা হয়েছে। ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রে বাজারে এই নতুন ফ্রিজটির চাহিদা দেখেই সংস্থার তরফে আরও বেশি করে এই রেফ্রিজারেটরটি উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নতুন ফ্রিজটির পোর্টফোলিওতে রয়েছে, ডিপ ফ্রিজার, স্টোরেজ ওয়াটার কুলার, বোটল ওয়াটার ডিসপেনসারস, ভিসি কুলারস, কোল্ড রুম এবং অন্যান্য রেফ্রিজারেশন প্রোডাক্টও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আনতে চলেছে ব্লু-স্টার।

এবার মস্কোর হয়ে ময়দানে নেমেছে চিনের নাগরিকরা, দাবি জেলেনস্কির

কিভ, ১০ এপ্রিল: নামেই শর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধবিরতিতে সায় দিয়েছে দুই দেশ। কিন্তু লড়াই থামার নেই। যুদ্ধের ময়দানে আগুন ঝরাচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন। জারি রয়েছে প্রাণহানি। এতদিন রণক্ষেত্রে রুশ ফৌজকে সঙ্গ দিত উত্তর কোরিয়ার সেনা। কিন্তু এবার মস্কোর হয়ে ময়দানে নেমেছে চিনের নাগরিকরা। যারা পালটা মার দিচ্ছে কিভকে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনই যুদ্ধে চিনকে টেনেছেন। এমনই দাবি করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে যতই গুঞ্জন তৈরি হোক, ইউক্রেনে রুশ হামলা থামার নামই নেই। গত শুক্রবার এক রুশ ব্যালিস্টিক মিসাইল আছড়ে পড়ায় প্রাণ হারান ১৮ জন। মৃতদের মধ্যে ৯টি শিশুও ছিল। আর তারপরই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি দাবি করেন, যুদ্ধ থামানোর প্রতিটি রুশ প্রতিশ্রুতি এই হামলার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার তথ্য দিয়ে জেলেনস্কি অভিযোগ করেন, প্রায় দেড়শোর উপর চিনা নাগরিক রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধে লড়াই করছে। দোনেৎস্ক অঞ্চলে দুই চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে ইউক্রেনের সেনা। রাশিয়ায় আটক ইউক্রেনীয় বন্দিদের বিনিময়ে আমরা চিনা নাগরিকদের মুক্তি দিতে প্রস্তুত।

রাশিয়াকে তোপ দেগে জেলেনস্কি বলেন, এটি রাশিয়ার দ্বিতীয় ভুল। প্রথমটি ছিল উত্তর কোরিয়া। তারা অন্যান্য দেশকে যুদ্ধে টেনে আনে। আমি বিশ্বাস করি যে তারাই এখন চিনকে এই যুদ্ধে টেনে আনছে। যদিও তাঁর এই অভিযোগ নস্যাৎ করে দেয় বেজিং। বিবৃতি দিয়ে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান জানান, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। চিন সরকার সর্বদা তাঁদের নাগরিকদের উত্তপ্ত এলাকা থেকে দূরে থাকতে এবং যেকোনও ধরণের সংঘাতে জড়াতে নিষেধ করে।

উল্লেখ্য, গত মাসের মাঝামাঝি ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে পুতিনের সঙ্গে কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বলা হয়, পুতিন এবং ট্রাম্প সহমত যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইউক্রেন এবং রাশিয়া দুদেশেরই অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে। যে পরিমাণ শক্তি এবং প্রাণের অপচয় হয়েছে তা মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করা যেত। যদিও এখনই পূর্ণরূপে যুদ্ধবিরামে রাজি নয় রাশিয়া। এর মধ্যেই ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা যে যুদ্ধবিরতির দিকে পদক্ষেপ নয়, সেই দাবিতেই সরব হয়েছে ইউক্রেন।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/06/25-26 Dated 08.04.2025	Construction of Concrete Road & Drain at Opposite side of Promod Nagar Club to H/O Chotka Rajat at ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 9,29,519.00
WBMAD/ULB/ RSM/08/25-26 Dated 08.04.2025	Repairing & Renovation work at Main Stage in Rabindra Bhavan Auditorium in ward no - 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,61,594.00

Bid Submission end date: **19.04.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/05/25-26 Dated 08.04.2025	Construction of concrete road at Chakraborty para Opposite H/O Manik Ghosh at Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,98,223.00
WBMAD/ULB/ RSM/07/25-26 Dated 08.04.2025	Slab Casting over existing Surface Drain and Repairing & Renovation work at Matri Sadan Hospital In Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,90,295.00

Bid Submission end date: **19.04.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

বর্তমানে বাংলা ছবির কাহিনি, বিন্যাস, চিত্রনাট্য এবং সর্বোপরি পরিচালনাতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এগিয়ে আসছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনেক নতুন নতুন প্রতিভা। সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতে ঋদ্ধ হচ্ছে বাংলা ছবি এবং আবার গড়ে উঠছে প্রায় হারিয়ে যেতে বসা বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ।

এক নবীন চিত্রপরিচালকের কথা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

প্রথাগত চলচ্চিত্র পরিচালনার শিক্ষা ছাড়াও ইচ্ছা, অদম্য প্রচেষ্টা এবং জেদের মাধ্যমে যে দাঁড় করিয়ে ফেলা যায় এক সুন্দর রহস্য রোমাঞ্চে ভরপুর টানটান উত্তেজনাময় সিনেমা তার প্রাণবন্ত উদাহরণ আজকের বাংলা চলচ্চিত্রের নবীন পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম পরিচালক রনরাজ। বাস্তব জীবন থেকে সিনেমা তৈরীর রসদ নিয়ে সেগুলোকে কিভাবে দর্শকের সামনে প্রগাঢ়ভাবে উপস্থাপিত করতে হয় তিনি সেটার প্রমাণ দিয়েছেন তার সিনেমায়।সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার পরিচালিত প্রথম ছবি তপরিচয় গুপ্তদ যেটি বাংলার বিভিন্ন সিনেমা হলে ভুয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। রণরাজের জন্ম বারুইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বড় হয়ে ওঠা যৌথ পরিবারের মধ্যে। যৌথ পরিবারের খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাই বোনদের সাথে খুনসুটি করে কেটে যাওয়ার শৈশব জীবন তার পরিচালনার পেছনের অনেকখানি ইন্সপিরেশন। যৌথ পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য রনরাজ নিজেকে ভাগ্যবান বলেও মনে করেছেন। বারুইপুর স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলকাতা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন এই নবীন চিত্রপরিচালক। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন সিনেমা দেখার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল পরিচালকের। পরিচালকের নিজের মাসতুতো বোন, সেই সময়ে ,বিভিন্ন সিডি ক্যাসেট নিয়ে এসে ইন্ডিয়ান বেস্ট ফিল্ম গুলো দেখাতেন। তারপর একদিন হঠাৎই প্রয়াত হন তার বোন। তারপর থেকেই বোনের প্রতি ভালবাসা ও সম্মাননা জ্ঞাপনের জন্য পরিচালক হওয়ার বীজ টাকে আস্তে আস্তে একটু একটু করে নিজের মধ্যে বপন করে চলেছিলেন রণরাজ। পরিচালক হওয়ার ইচ্ছে ছোট থেকেই তার ছিল তবে সেই ইচ্ছেটা আরো বড় হয়ে ওঠে কলেজের প্রথম ইয়ারে যখন তার জীবনে এক বড়সড় ধাক্কা আসে। সেই সময় তার ব্রেকআপ হয়ে যায় তার বান্ধবীর সাথে যার সঙ্গে রনরাজের সম্পর্ক ছিল দীর্ঘ নয় বছরের। সম্পর্কের অকস্মাৎ ভাঙনের কারণ ছিল একটাই ,তখনও এই নবীনপরিচালক ছিলেন বেকার এবং পরিচালকের চাকরির দিকে কোন মনোযোগ ছিল না। জীবনের এই ধাক্কা রনবাবুকে জীবনে কিছু করে দেখাবার জেদ আরো বাড়িয়ে দেয় আর সেই জেদ থেকেই তিনি ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন একজন নবীনচিত্র পরিচালক। প্রবাদপ্রতিম পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের নির্মিত চলচ্চিত্র এবং তার নিপুন পরিচালনা শৈলী রনবাবুকে পরিচালক জীবনের পথে পা বাড়াতে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। রায়বাবুর পরিচালিত ছবি তহীরক রাজার দেশেদ রনবাবুকে পরিচালক জীবনের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করতে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিল। পরিচালক জীবনে রনরাজের প্রথম কাজ ছিল রায়দিঘি থেকে বেশ কিছুটা দূরে সূর্যিপুর নামক একটি গ্রামের একটি প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদেরকে নিয়ে গান, আবৃত্তি এবং কবিতার মধ্যে দিয়ে তৈরি করা একটি ডকুমেন্টারি। এই কাজের জন্য রনরাজ পরবর্তীকালে যামিনী রায় ডকুমেন্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছিলেন।

শৈশবের কথা বলতে গিয়ে নস্টালজিক হয়েছেন পরিচালক। তার শৈশবের কিছু স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে উঠে এসেছে তার জীবনের এক মজার ঘটনা। যেহেতু রনবাবু যৌথ পরিবারের অন্তর্গত ছিলেন তাই ছোটবেলা থেকেই পরিবারের সবাইকে নিয়েই হাসি-মজায় সুখে দুঃখে একসাথে বড় হয়ে উঠেছেন তিনি। পরিচালকের বাড়িতে নিত্যদিন অর্চনা হতো। এবং সেই পুজোর জন্য প্রয়োজন হতো ফুলের। রনবাবুদের বাড়িতে ছিল একটি জবা ফুল গাছ আর সেই জবা ফুল গাছের ফুল তোলা নিয়ে হতো কম্পিটিশন। একেবারেই যাকে বলে হাড্ডা হাড্ডি প্রতিযোগিতা যে কে আগে ফুল তুলে আনবে। রনরাজের বাবা, কাকাদের মধ্যেও এই প্রতিযোগিতার বাতাস ছড়িয়ে পড়েছিল। ফুল তোলার জন্য এই নবীন পরিচালক ছোটবেলায় খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে তিনি ফুল তোলার জন্য সারা রাত না ঘুমিয়ে ভোররাতে গিয়ে ফুল তুলে এনেছেন যাতে ফুল তোলার প্রতিযোগিতায় তিনি তার ভাই-বোন, দিদিদের থেকে আগে এগিয়ে থাকতে পারেন। এই কথাগুলি বলতে গিয়ে পরিচালক পুরনো স্মৃতিতে ভেসে গিয়েছিলেন এবং মনে মনে হেসেও ফেলেছিলেন।

রনরাজ একেবারে ইংরেজি সিনেমার পোকা। তার প্রিয় ইংরেজি চলচ্চিত্র অভিনেতা হলেন লিওনার্ড ডিক্যাপ্রিও। বাংলাতে তার পছন্দের চলচ্চিত্র অভিনেতা উত্তম কুমার। উত্তম কুমারের চালচলন এবং বাচনভঙ্গিকে তিনি সব সময় পছন্দ করে এসেছেন এবং আকাঙ্ক্ষা করে এসেছেন যে নিজের সিনেমাতে কোনদিন এরকম একটি ব্যক্তির মত কোন অভিনেতা কে নিয়োগ করতে পারেন। এই সমস্ত কথা ভেবেই চরিত্রাভিনেতা হিসেবে তিনি তার প্রথম ছবি তপরিচয় গুপ্তদতে ঋত্বিক চক্রবর্তীকে বেছে নিয়েছিলেন।

রনবাবুর প্রিয় বাঙালি লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটবেলাতেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড় এবং আরণ্যক উপন্যাস দুটিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তিনি তার পরিচালক জীবনে এই দুটি উপন্যাস নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালনা করার ইচ্ছের কথাও প্রকাশ করেছেন। পরিচালকের বক্তব্যের মাধ্যমে উঠে এসেছে যে সিনেমার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রথাগত প্রশিক্ষণ খুব একটা জরুরি নয় তার পরিবর্তে যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হল পারসেপশন অর্থাৎ উপলব্ধি। একজন পরিচালক হতে গেলে প্রচুর চলচ্চিত্র বা সিনেমা তাকে দেখতে হবে তবেই সে সিনেমার ভাষা বুঝবে এবং চলচ্চিত্রের স্ট্রাকচার সম্বন্ধে অবগত হবে। চিত্রপরিচালনার সূচনা তার মতে এই ভাবেই হয়। তপরিচয় গুপ্তদ সিনেমাটি ইতিমধ্যেই বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে সিনেমা হল গুলিতে। তার পরবর্তী যে ছবিটি আসতে চলেছে তার নাম তসে তো আজও বোঝেনাদ। সম্পূর্ণ নিখাদ প্রেমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হতে চলেছে এই সিনেমাটি। ছবিটিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কা সরকার, সোহম চক্রবর্তী, বিবৃতি চ্যাটার্জী এবং দেবাশীষ মন্ডলকে। এর পাশাপাশি তিনি একটি ওয়েব সিরিজও করতে চলেছেন তাও আবার নিজের জন্মস্থান বারুইপুর কে কেন্দ্র করে যার নাম তবারুইপুর জংশনদ।বারুইপুর এলাকার সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত হবে এই ওয়েব সিরিজটি।

ভবিষ্যতে রণরাজ পরিচালক হিসেবে আরো নানান ধরনের সুন্দর চলচ্চিত্র দর্শকদের উপহার দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে এবং একজন নতুন পরিচালক হিসেবে তার পরিচালনার পথ আরো অনেক সুগম হোক, তার জন্য পরিচালককে অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা।

পরিচালকের বক্তব্যের মাধ্যমে উঠে এসেছে যে সিনেমার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রথাগত প্রশিক্ষণ খুব একটা জরুরি নয় তার পরিবর্তে যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হল পারসেপশন অর্থাৎ উপলব্ধি। একজন পরিচালক হতে গেলে প্রচুর চলচ্চিত্র বা সিনেমা তাকে দেখতে হবে তবেই সে সিনেমার ভাষা বুঝবে এবং চলচ্চিত্রের স্ট্রাকচার সম্বন্ধে অবগত হবে।

শাহরুখ-কাজলের মূর্তি বসছে লন্ডনের বুকে! রানির দেশে ঠিক কোথায় গেলে দেখতে পাবেন ‘রাজ-সিমরন’কে?

ভারতীয় সিনেমার জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত! শাহরুখ খান ও কাজল অভিনীত ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’ হতে চলেছে প্রথম ভারতীয় ছবি, যার মূর্তি স্থাপন হচ্ছে লন্ডনের বিখ্যাত লিসেস্টার স্কোয়ারে।

ছবিতে রাজ-সিমরনের একটি আইকনিক মুহূর্তের ভঙ্গিমার ব্রোঞ্জের মূর্তি বসছে এই বসন্তেই, ‘সিনস ইন দ্য স্কোয়্যার মুভি ট্রেইল’-এর অংশ হিসাবে। বলিউডের এই চিরসবুজ ভালবাসার গল্প এবার জায়গা করে নিচ্ছে হ্যারি পটার, মি. বিন, মেরি পপিনস-এর পাশে;একেবারে সিনেমার আন্তর্জাতিক মানচিত্রে!

আয়োজক সংস্থা ‘হার্ট অফ লন্ডন বিজনেস অ্যালিয়েন্স’ জানিয়েছে, ‘ডিডিএলজে’-র এই সম্মান ৩০ বছর পূর্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবির অনেক দৃশ্যেই দেখা গিয়েছিল ছিল লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজ, কিংস ক্রস স্টেশন, হাইড পার্ক এবং লিসেস্টার স্কোয়ারে। এবার সেই প্রেমের শহরে প্রেমের ইতিহাসও লেখা হল। ক্ষ্মশাহরুখ-কাজল আন্তর্জাতিক সিনেমার কিংবদন্তি। ডিডিএলজেশুধু বলিউড নয়, বিশ্বের অন্যতম সফল সিনেমা। এই ছবিতেই

প্রথমবার লেস্টার স্কোয়ারের দৃশ্য ছিল। মূর্তিটি শুধু বলিউডের নয়, লন্ডনের বৈচিত্র্যকেও উদ্‌যাপন করছে। তাই এই মূর্তি বৈচিত্র্য আর সিনেমার মিলন ঘটাবে,ক্ষ্ম ;বললেন সংস্থার ডেপুটি চিফ মার্ক উইলিয়ামস। যশরাজ ফিল্মসের অন্যতম কর্ণধার অক্ষয় উইধানি বলেন; ‘যখন ডিডিএলজে মুক্তি পায়, তখনই এ ছবি বলিউডকে বিশ্বের মানচিত্রে বোটে সক্ষম হয়েছিল। তাই এই ব্রোঞ্জ মূর্তি শুধু সম্মান নয়, এটা একটি সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন আজও সেই প্রেমের গল্প মানুষ বিশ্বাস করে।’ এ ছবির শুটিং হয়েছিল লন্ডনের কিংস ক্রস স্টেশন, টাওয়ার ব্রিজ, হাইড পার্ক আর হর্সগার্ডস অ্যাভিনিউ-র মতো একাধিক স্পটে।এবার সেই সব মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে লন্ডনের সিনেমার রাজপথও। ২৯ মে, ২০২৫-এ ম্যানচেস্টার অপেরা হাউসে প্রিমিয়ার হতে চলেছে ‘কাম ফল ইন লভ, দ্য ডিডিএলজে মিউজিক্যাল’-এর। রাজ-সিমরনের ভালবাসা এবার থিয়েটারের মঞ্চে; আলোর রোশনাই আর গানের সুরে।

ছোটপর্দায় ফিরছেন স্মৃতি ইরানি?

ভারতের ছোটপর্দার ইতিহাসে যুগান্তকারী যেই ধারাবাহিক, যা একসময় দেশের ঘরে ঘরে রাজত্ব করত;সেই ‘কিঁউকি সাস ভি কভি বহু থি’ আবার ফিরছে! আর এবার আর গুঞ্জন নয়, প্রযোজক একতা কাপুর নিজেই করলেন তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। তবে মাত্র ১৫০ এপিসোডেই শেষ হবে এই ধারাবাহিকের দ্বিতীয় সিজন। এক সাক্ষাৎকারে একতা কাপুর বলেন, তএই ধারাবাহিকের যখন প্রথম সিজন শেষ হয়েছিল, তখন সেটা ২০০০ এপিসোডের ঠিক ১৫০ এপিসোড আগে থেমে গিয়েছিল। সেই অপূর্ণতা পূরণ করতেই ফিরছে ‘কিঁউকি’। শুধুমাত্র ১৫০ এপিসোডের জন্য।দএই রিবুটের মাধ্যমে আলোড়ন ফেলে দেওয়া ধারাবাহিকের পুরনো স্মৃতিকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি ২০০০ পর্বের মাইলফলক ছোঁয়ার দায়বদ্ধতাও যেন ঝরে পড়েছে একতার কথায়; তএই শো’কে তার প্রাপ্য সম্মান পেতেই হবে,দ;সাফ জানিয়ে দেন তিনি। আর ধারাবাহিকের সবচেয়ে বড়ো টুইস্ট? একতা আরও জানান, এই নতুন সিজনে রাজনীতিও ঢুকছে বিনোদনের ক্যানভাসে। তআমরা এবার বিনোদনের মধ্যে রাজনীতির আঙ্গিক আনছি। বলা ভাল, একজন রাজনীতিবিদকে বিনোদনের জগতে নিয়ে আসছি!দ;এই উক্তির পর থেকেই জোর গুঞ্জন, ফিরছেন তুলসী বিরানি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি! স্মৃতির রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অভিনয়ে ফেরা এক বিশাল চমক হবে দর্শকদের জন্য। একতার বক্তব্যেও যেন সেই সম্ভাবনার আভাস স্পষ্ট। কিন্তু তুলসীর স্বামী ‘মিহির’ কে হবেন এবার? পুরনো ‘মিহির’দের মধ্যে কারা ফিরছেন, তা নিয়ে অবশ্য এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। অমর উপাধ্যায়, রনিত রয়ের নামও ঘুরছে বাতাসে। ২০০০ সালের পর্দায় শুরু হওয়া এই মেগা ধারাবাহিক ভারতীয় টেলিভিশনে এক নয়া অধ্যায় রচনা করেছিল। দেশের বিভিন্ন স্তরের, ভিন্ন বয়সী নারীরা তাঁদের তাঁদের জীবনের ঝলক খুঁজে পেতেন তুলসীর লড়াইয়ে। এবার দেখা যাক, সেই জাদু একতা কাপুর আবার ফিরিয়ে আনতে পারেন কি না;এই নতুন যুগে, নতুন মোড়ে।